লম্বুদার গপ্প

পরিচয় গুপ্ত

সূচীপত্র ঃ ৩৫-সি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

অপু, অর্ঘ্য, মিতু ও ঝন্টুকে

LAMBUDAR GUPPA

witty Story

By·: PARICHAYA GUPTA

॥ এই বইতে আছে ॥

১। রেফারি—পাঁচ পাতায় ২। ঘুষি—একুশ পাতায়

৩। ছক্কা—বত্রিশ পাতায় ৪। সট্—বিয়াল্লিশ পাতায়

৫। লাঠি—বাহান্ন পাতায় ৬। চাপ্‌পা—বাষট্টি পাতায়

৭। বোলিং—বাহাত্তর পাতায়।

॥ রেফারি ॥

'মে আই কাম্ ইন্' বলে যিনি এসে দরজায় দাঁড়ালেন, মুখটা চেনা চেনা মনে হ'লেও কোনো আলাপ পরিচয় ছিল না। প্রায় সাড়ে ছ' ফুটের মত লম্বা, মাথার মধ্যিখানে দ্বীপাকৃতি টাক, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা, মাছি মার্কা গোঁফ আর শসার মত থুতনিটা। পরনে হাফসার্ট আর খাকির হাফ-প্যাণ্ট। পায়ে বিদ্যাসাগরি চপ্পল। এক কথায় অনন্যসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

'মে আই কাম্ ইন্' প্রশ্নের উত্তরে হয়তো 'ইয়েস্' বলাই সমীচীন ছিল, কিন্তু যেহেতু এ ধরনের উত্তর দেওয়ায় আমরা কেউই অভ্যস্ত নই, অগত্যা নিছক মাতৃভাষার স্মরণাপন্ন হয়ে বললুম, হ্যাঁ আ-সু-ন। 'আসুন' শব্দটা পুরোপুরি উচ্চারিত হবার পূর্বেই আগন্তুক চপ্পল সমেত ঘরের ভেতর পা বাড়িয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আই এ্যাম্ লম্বু ছট্'। এখন তোমাদের পরিচয় জানালে খুশিই হব।

আগন্তুকের হাবভাবে আমরা যে একটু ঘাবড়ে না গেলুম তা নয়। আমাদের মুখ চাওয়াচাউই করতে দেখে আগন্তুক চোখ থেকে চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারে সঙ্কোচ আমি কেবল এ দেশেই দেখি। অথচ সারা ইউরোপ তো আমি চষে বেড়িয়েছি, কোত্থাও এ ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্কোচ বোধ করতে দেখি নি।

আগন্তুকের ব্যঙ্গোক্তিতে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর লজ্জিত

হয়ে পড়লুম। আমাদের মধ্যে বিপ্লবই যা একটু মুখর প্রকৃতির। বাকি সকলেই আমরা মুখচোরা। তাই আমরা নিরব থাকলেও, বিপ্লবই প্রথম মুখ খুলল। আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বললে, আমি বিপ্লব বসু রায় ওরফে এই কিশোর সঙ্ঘের সেক্রেটারী।

'ইজ্ ইট্' বলে আগন্তুক বিপ্লবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করলেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ইওর্ নেম্ প্লীজ্ ?'

আমরা সকলেই একে একে আমাদের নাম বললুম এবং এই সঙ্ঘে কে কি পদে আসীন আছি তাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করলুম। শুনে আগন্তুক খুশিতে ডগমগিয়ে উঠে বললেন, 'দ্যাটস্ গুড্'। আমিও এই সঙ্ঘের সভ্য হ'তে চাই। আশা করি আইনগত কোনো বাধা নেই।

আগন্তুকের প্রস্তাব শুনে আবার অবাক হবার পালা এল। কিন্তু পরিণাম ভেবে, আমরা সেটা সামলে নিয়ে সকলে প্রায় একসাথেই বিপ্লবের মুখের দিকে তাকালুম। বিপ্লবও এ প্রস্তাবের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যা হোক তার জন্য তাকে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হ'ল না। বেশ গম্ভীর হয়েই বললে, দেখুন ক্লাবটা যে বড়দের নয়, সেটা আশা করি নাম শুনেই বুঝতে পেরেছেন। এ ক্লাবের সভ্য হয়ে আপনার লাভ কি ?

বিপ্লবের মন্তব্য শুনে আগন্তুক যেন আকস্মিক আকাশ থেকে পড়লেন। চশমাটা চোখে সেঁটে বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, ক্লাব আবার ছোটদের বড়দের বলে আলাদা কিছু হয় নাকি ? ছোটদের বড়দের খেলার নিয়ম কি আলাদা ?

বিপ্লব ঘাড় নাড়তেই, আগন্তুক একগাল হেসে বললেন, তবে ? ছোটদের আর বড়দের খেলার নিয়ম যদি আলাদা না হয়, ক্লাব আলাদা হবে কেন ? অবশ্য জুয়োখেলার ক্লাব হ'লে স্বতন্ত্র। সেখানে বড়দের ক্লাবে নিশ্চয়ই ছোটদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

কিংবা ছোটদের ক্লাবে—, আগন্তুক হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর হঠাৎ হাসির দমক থামিয়ে বললেন, 'এ্যাম্ আই রাইট্' ? কি বল তোমরা ?

বিপ্লব একটু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। আগন্তুক সেটা লক্ষ্য করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি বল, আমি কি কিছু ভুল বলেছি ?

বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্যই আমি মুখ খুললুম। বললুম, আমাদের ক্লাবের এ্যাক্‌টিভিটিস্ আপনি কি কিছু জানেন ?

আগন্তুক মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, পুরোপুরি না জানলেও কিছুটা তো জানি বটেই। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বেশ কয়েকবার ক্যান্‌ভ্যাস্ বলের ছাপ লাগিয়েছি জামা-কাপড়ে। একবার ডাণ্ডাগুলির গুলি লেগে কানের পাশটা কিঞ্চিৎ ছড়েও গিয়েছিল। এখনো দাগটা হয়তো আছে। আগন্তুক কানটা ডান হাত দিয়ে টেনে ধরে আমাদের দেখানোর চেষ্টা করলেন।

বিপ্লব এবার সচ্ছল হ'ল। আলমারি থেকে সভ্যদের জন্য সংগৃহীত চাঁদার রসিদ বইটা বের করে আগন্তুকের মুখের সামনে ধরে বললে, আপনার নামটা বলুন।

নাম ! আগন্তুক ভ্রূকুঁচকে মাছি গোঁফটা নাচিয়ে মৃদু হাসলেন। পকেট থেকে আধপোড়া একটা সিগারেট বের করে, দেশলাইয়ের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, তোমাদের হয়তো খেয়াল নেই, নামটা আমি আগেই বলেছি। অবশ্য ওটা আমার গেমস্ ওয়ার্ল্ডের নাম। লর্ড মাউন্টব্যাটেন্ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল থাকাকালীন, স্নেহপরায়ণবশতঃ আমাকে লম্বু বলে ডাকতেন। আর সেই থেকেই আমি ওই নামে পরিচিত। আসলে আমার নাম শ্রীলম্বমান দত্ত। বীরনগরের দত্তবাড়ির ছেলে আমি।

বিপ্লব পেন্সিল নিয়ে তৈরিই ছিল। আগন্তুক তার পুরো নামটা উচ্চারণ করামাত্রই, খসখস করে সে রসিদে নামটা লিখে

ফেলল। রসিদের একাংশ ছিঁড়ে আগন্তুকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চার আনা চাঁদা আর আট আনা এ্যাড্‌মিসান্‌ ফি মোট বারো আনা আপনাকে দিতে হবে।

'সিওর্‌' বলে আগন্তুক পকেট থেকে লর্ড ক্লাইভের আমলের একটা ছেঁড়া শান্তিনিকেতনী মানিব্যাগ বের করলেন। মানিব্যাগের মধ্যে হাত চালিয়ে তিনখানা ভাঁজ করা এক টাকার নোট আর আট আনা খুচরো পয়সা বের করে বিপ্লবের হাতে দিয়ে বললেন, মাসে মাসে চাঁদা গোনা কিন্তু আমার একেবারেই পোষায় না। বড্ড বিরক্তিকর। অবশ্য আমেরিকাতেও তাই। আমেরিকানরা ক্লাব-স্কুল-কলেজ সর্বত্র বাৎসরিক চাঁদা নেয়। এতে যারা চাঁদা দেয় তাদের যেমন সুবিধে, যারা চাঁদা নেয় তাদেরও অনেক পরিশ্রম বাঁচে। আমেরিকায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে আমিও অনুরূপ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আশা করি এক বছরের চাঁদা নিতে তোমাদের কোনোরকম অসুবিধা হবে না।

বিপ্লব থ মেরে এক মিনিট আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ 'না' বলে আগন্তুকের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখল।

ঐশ্বরিক বাক্‌শক্তিতে অল্পক্ষণের ভেতরেই শ্রীলম্বমান দত্ত ওরফে লম্বুদা আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। আধপোড়া যে সিগারেটটি এতক্ষণ আঙুলের ফাঁকে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হচ্ছিল, সেটি লম্বুদার ঠোঁটে উঠতেই, নাক-মুখ-চোখ দিয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, হুঁঃ, তোমাদের মত বয়সে কিনা করেছি!

স্পোর্টস্‌ আর গেমস্‌ ওয়ার্ল্ডে এমন কোনো আইটেম্‌ ছিল না যা আমার অজানা ছিল বা যাতে আমি কৃতিত্ব দেখাই নি। এখনো কোথাও কিছু দেখলে শরীরের লোহিতকণাগুলো চনমন করে ওঠে। কিন্তু হ'লে কি হবে, হতচ্ছাড়া দমটা ইদানীং বড্ড বিট্রে করে। ফলে

কাজের মধ্যে কাজ এখন খালি বিচারক হওয়া। সারা দুনিয়ায় এমন কোনো দেশ নেই যেখান থেকে না আমন্ত্রণ আসছে।

এই তো গতকাল দুপুরবেলা এশিয়ান্ অলিম্পিকে বিচারক হিসাবে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি এল। যাতায়াতের প্লেনভাড়া ছাড়াও থাকা খাওয়ার রাজকীয় ব্যবস্থা।

ধুৎ! পোষায় নাকি। গত মাসে সবে পনরো দিন কুজবেকিস্থানে কাটিয়ে এসেছি। শরীরটা তো ওদের নয় আমারই। সঙ্গে সঙ্গে একটা রিগ্রেট্ লেটার্ ড্রপ করে দিলুম। লিখে দিলুম আমি উপস্থিত না হ'তে পারাতে তোমাদের অসুবিধে হবে জানি কিন্তু কি করব বল। আমি তো মেশিন নই যে সুইচ টিপলেই চলব। টু টায়ার্ড। এবারকার মত রেহাই দাও, পরের বার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। লম্বুদা প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে ধূমপানে মন দিলেন এবং রাশি রাশি ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে ফেললেন।

বাস্তব এতক্ষণ হাঁ করে লম্বুদার দিকে তাকিয়ে তার হাবভাব ও কথাবার্তা প্রত্যক্ষ করছিল। লম্বুদা নিরব হ'তেই সে প্রশ্ন করল, বিচারক হয়ে আপনি কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছেন?

লম্বুদা বাস্তবের প্রশ্ন শুনে রসগোল্লার মত গোল গোল চোখ করে বললেন, কোথায় না! নামের ফিরিস্তি শুনতে গেলে তো কমপক্ষে দুটো দিন তোমাদের এখানে কাটাতে হবে। সেটা কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে, ভেবে দেখ। আমার কোনো আপত্তি নেই।

লম্বুদার প্রস্তাবে আমরা যখন আমতা আমতা করছি, হঠাৎ বাস্তব কি আর একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল।

লম্বুদার সেটা চোখ এড়ালো না। বাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললেন, থামলে কেন? প্রশ্ন থাকলে করতে পার। ইতস্ততঃ করার কোনো কারণ নেই। আমি ফ্র্যাঙ্কনেস্ ভীষণ পছন্দ করি। অবশ্য আগে আমি নিজেও এত ফ্র্যাঙ্ক ছিলুম না। উনিশশো পঁচিশ সালে আমি যখন প্রথম ফ্রান্সে গেলুম, আমার চোখ খুলল। দেখলুম স্রেফ

ফ্র্যাঙ্কনেসের জোরে ফরাসী জাতটা চড়চড় করে বড় হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিজ্ঞা করে ফেললুম, ফরাসীদের এ গুণটা আমাকে যে করেই হোক রপ্ত করতে হবে। মাত্র ক'দিনের চেষ্টাতেই সুফল ফলল। সেই থেকেই আমি ভীষণ ফ্র্যাঙ্ক।

এখন কাউকে কোনো ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতে দেখলে আমার শরীর রাগে রী রী করে ওঠে। মনে হয় নড়া ধরে ফ্রান্সে পার্শেল্ করে দিই। চাক্ষুষ দেখে তারা নিজেদের সংশোধন করে আসুক।

লম্বুদার মন্তব্যে বাস্তব বেশ একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, না না আমি সঙ্কোচ করি নি। আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম হঠাৎ ভুলে গেলুম বলেই—

'ইজ্ ইট্ সো' বলে লম্বুদা তাঁর মাছি মার্কা গোঁফের আড়ালে আবার একঝলক হাসির ঢেউ খেলালেন এবং সেই হাসির রেশ টেনে বললেন, এই বয়সে এত মেমোরী উইক্ থাকা তো ভাল কথা নয় ব্রাদার্। আমার তো এত বয়েস কিন্তু অন্নপ্রাশনে কি কি তরকারি দিয়ে ভাত খেয়েছিলুম আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভেবে দেখ তাহলে আমার স্মৃতিশক্তি কি রকম প্রখর!

আমি মৃদু হেসে লম্বুদাকে সমর্থন করতে লম্বুদা খুশিই হলেন। সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, মানুষ গুণী হয়ে জন্মায় না। জন্মে গুণী হয়। তোমরা যদি এখন থেকে চেষ্টা কর, আমার দৃঢ় ধারণা বাংলা দেশ আবার তার হৃতগৌরব ফিরে পাবে।

লম্বুদার জ্ঞানমূলক কথাবার্তা ভাল লাগলেও সম্ভবতঃ অনেকেই এ প্রসঙ্গ এড়াতে চাইছিল। কয়েক মিনিট নিরবে কাটার পর হঠাৎ চমক মুখ খুলল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বললে, আচ্ছা লম্বুদা, বিচারক হয়ে তো আপনি বহুদেশেই ঘুরেছেন। আপনার অভিজ্ঞতার ঝাঁপি থেকে আজ আমাদের কিছু শোনান না—

চমকের চমকপ্রদ অনুরোধে লম্বুদা তেমন কিছু বিস্মিত হলেন না।

সিগারেটটা ঠোঁটের কোণায় চেপে ধরে ফসফস করে নাকের ছুটো গর্ত দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ঝাঁপি না বলে বস্তা বল। যা অভিজ্ঞতা আছে ছেপে প্রকাশ করলে কমপক্ষে বিশ-বাইশ ভলিউম্ বই তো হবেই। অবশ্য ছেপে বের করার ইচ্ছে যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু আমাদের এই গরীব দেশে বিশ-বাইশ ভলিউম্ বই ছাপার মত প্রকাশক কোথায়। এক ভলিউম্ ছাপতেই তাদের নাভিশ্বাস ওঠে। তাই ঠিক করে রেখেছি, এখানে ছাপবার চেষ্টা না করে সরাসরি লণ্ডন, রাশিয়া কিংবা আমেরিকায় চেষ্টা করব। যা মেটিরিয়াল্ একবার শুধু 'তু' করলেই হ'ল!

অবশ্য পারিশ্রমিক যে দেশ বেশি দেবে তাকেই আমি এ গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার দেব বলে লম্বুদা আড়চোখে আমাদের সকলের মৌখিক অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

আসল প্রসঙ্গ চাপা পড়াতে চমক যে একটু উসখুস করে উঠল, সেটা লম্বুদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ালো না। চমকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার গুলিয়ে ফেলা অভ্যাস থাকলেও আমার কিন্তু নেই। মনে আছে। শোন তাহলে বলি—

খেলাধূলোর জগৎ থেকে রিটায়ার করার পর সবেমাত্র দেশবিদেশ থেকে বিচারক হবার আমন্ত্রণ পেতে শুরু করেছি। লম্বুদা এক মিনিট থেমে কি যেন ভাবতে লাগলেন, তারপর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, দামাস্কাস শহরের নাম নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই শুনেছ। এই দামাস্কাসে ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছিল। আমাদের এখানে যেমন ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান, ওদের ওখানেও তেমন ইয়ং বুলেটস্ আর এ্যাটম্স্ ইলেভেনের প্রতিপত্তি। কেউই ছোড়্‌নেওয়ালা পার্টি নয়। একপক্ষ গড়ে এক মিনিটের বেশি গোল দেওয়ার আনন্দ ভোগ করতে পারে না। প্রতিপক্ষ ওর মধ্যেই গোল শোধ করে দেয়। অতএব বুঝতেই পারছ কি ষ্ট্যাণ্ডার্ডের খেলা।

যা হোক, এই ছুটো টিমই সেবার ফাইন্যালে উঠেছিল এবং

খেলেছিল দামাস্কাস ডায়মণ্ড ষ্টেডিয়ামে। দু'পক্ষই পনরোটা করে গোল করেছে। ষ্টেডিয়াম তো উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে পড়ে। খেলা শেষ হ'তে আর মাত্র দেড় মিনিট বাকি। এখন যে পক্ষ গোলটি দেবে, বিজয়-মুকুট তারই মাথায়। দু'পক্ষেরই সমর্থকরা ঢোল, কাঁসি আর শাঁখ নিয়ে প্রস্তুত। গোল একটা হ'লেই হয়, দেখিয়ে দেবে আনন্দ কাকে বলে।

এক একটা সেকেণ্ড কাটে না এক একটা যুগ কাটে। দু'পক্ষেরই খেলোয়াড়রাই গোলপোষ্ট ঘিরে এমন ব্যূহ রচনা করেছে, বল্ তো দূরের কথা একটা মাছি পর্যন্ত গলবার উপায় নেই। খেলা শেষ হ'তে আর মাত্র দেড় সেকেণ্ড বাকি। রেফারি অনবরত ঘড়ি দেখছে।

সমর্থকরা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ দিয়ে নানারকম অস্ফুটক শব্দ করছে। আর আক্ষেপে মাথা থাবড়াচ্ছে। হঠাৎ ইয়ং বুলেটস্ দুম্ করে একটা গোল দিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থকরা ঢোল-কাঁসি পেটাতে শুরু করল। কিন্তু অপর প্রান্তে চিৎকার উঠল 'অফ্ সাইড্' 'অফ্ সাইড্' বলে। ব্যস্ মুহূর্তের মধ্যে মাঠের চালচিত্তির পালটে গেল। দু'দলের সমর্থকরা নেমে এল মাঠেতে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইট, পাথর, ডাবের খোলা, জুতো, পচা টমেটো ইত্যাদি অবিরাম ছুঁড়তে লাগল পরস্পরের গ্যালারি লক্ষ্য করে।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে সিগারেটের আগুন পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

পরিণতি জানবার জন্য আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেলেও আমরা মুখে তা প্রকাশ না করে চেয়ে রইলুম লম্বুদার মুখের দিকে। কিন্তু হিল্লোলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বললে, তারপর লম্বুদা—

লম্বুদা পর পর দু'খানা টান দিয়ে, সিগারেটের মুখে গনগনে আঁচ তুলে বললেন, তারপর কি আর, খালি গু-উ-উ-লি!

গুলি শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বললুম, গুলি মানে?

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, ইট, পাথর, ডাবের খোলা, জুতো, পচা টমেটো ইত্যাদি ছোঁড়াছুড়ি শেষ হবার পরেও যখন তাদের রাগ পড়ল না, ট্রাউজারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সকলে পাঁচঘরা সাতঘরা রিভলবার বের করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল।

সে খবর অবশ্য বেশিক্ষণ চাপা রইল না। যথাসময়েই পৌঁছাল স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধিকর্তার কানে।

পুলিশেরা বন্দুক ঘাড়ে করে বেরুল বটে কিন্তু তাদের সামনে এগোয় কার সাধ্য। চারপাশে খালি শাঁ শাঁ শব্দ। পুলিশ চোখে ধুতরো ফুল দেখে ফিরে এল ডেরাতে। বললে, এ দাঙ্গা থামান বন্দুক টন্দুকের কাজ নয়—কামান চাই। কামান দিলেই তবে আমরা বেরুতে পারি নচেৎ পাদমেক ন গচ্ছামি।

এদিকে সে খবর মাঠ থেকে শহরে পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগল না। তার ফলে দাঙ্গা ক্রমশঃ মাঠ থেকে শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে দাঙ্গা ছড়াবামাত্রই সৈন্যবাহিনীর হাতে দাঙ্গা দমনের ভার দেওয়া হ'ল। সৈন্যবাহিনী পথে নেমে ষ্টেনগান বের করে ফটাফট গুলি চালাতে লাগল চারদিকে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হ'ল না। দাঙ্গা ততক্ষণে পথ ছেড়ে বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, ঘরে, কলতলায় সমর্থকে সমর্থকে ধস্তাধস্তি চলেছে।

সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক রাষ্ট্রপ্রধান কিউল গাম্বিয়াকে জানালেন, অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে গুলিগোলা চালিয়ে এখন আর বিশেষ সুবিধে হবে না। বাড়ি বাড়ি ঢুকে দাঙ্গা থামানোর মত অত সৈন্য আমাদের ষ্টকে নেই। একমাত্র বিমান থেকে বোমা বর্ষণের দ্বারাই এ দাঙ্গা থামানো যেতে পারে। এখন ভেবে বলুন আমরা সে পথে এগুবো কিনা।

বিমান আক্রমণের কথা শুনে মিঃ গাম্বিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, সর্বনাশ, আপনার মাথার স্ক্রু কি আলগা হয়ে গিয়েছে!

বোমা ফেলে আপনি দাঙ্গা না হয় থামিয়ে দিলেন, তারপর কি আমি মরুভূমিতে রাজত্ব করব! নাঃ, আপনাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমায় অন্য পথ ভাবতে হবে। মিঃ গাম্বিয়া সৈনাধ্যক্ষকে বিদেয় করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের এক জরুরী সভা আহ্বান করলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই সভা বসল। পুলিশ বা সৈন্য দিয়ে যে দাঙ্গা থামানো সম্ভব হয় নি, অন্য কিভাবে তা হ'তে পারে কারুরই মাথাতে আসছিল না। সবাই যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ গাম্বিয়ার পি. এ. হ্যারিটঁ্যাটন সরব হ'ল। বললে, যদি অনুমতি দেন তো আমি একটা সাজেস্‌সন্‌ দিতে পারি।

উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই কটকট করে তাকালো তার মুখের দিকে। তাদের এত বড় বড় মাথায় যা আসছে না, ট্যাটনের ওই বেলে মাথায় তা কি করে আসা সম্ভব! যা হোক অন্য সময় হ'লে হয়তো টঁ্যাটনের প্রস্তাব বাতিলই হয়ে যেত, কিন্তু এই বিপদ-মুহূর্তে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ গাম্বিয়া টঁ্যাটনকে তার প্রস্তাব পেশ করতে অনুমতি দিলেন।

টঁ্যাটন বললে, আপনারা সবাই ইণ্ডিয়ার মিঃ লম্ববান ছটের নামের সঙ্গে পরিচিত। ক্রীড়াগুরু হিসাবে সারা পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। আমার মনে হয় তাঁকে যদি এই মুহূর্তে ইণ্ডিয়া থেকে আনা যায়, এবং তিনি এই অফ্‌সাইডের তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন, দামাস্কাসবাসীরা নতমস্তকে তা মেনে নেবেন।

'রাইট্' বলে মিঃ গাম্বিয়া এমনভাবে চেয়ারের ওপর লাফিয়ে উঠলেন, আর একটু হ'লে চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ছিলেন আর কি! ভাগ্যিস একজন সদস্য ধরে ফেললেন তাই অশুভ তেমন কিছু ঘটলো না।

মিঃ গাম্বিয়া বললেন—টঁ্যাটন তুমি আজ যথার্থ একজন পি. এ.-র কাজ করলে। যা হোক আর এক সেকেণ্ডও বিলম্ব না করে এখুনি একটা প্লেন পাঠিয়ে দাও ভারতে। ইতিমধ্যে আমি একটা চিঠি লিখে রাখছি মিঃ ছটকে। যাবার সময় চিঠিখানা যেন নিয়ে যায়।

টঁ্যাটন বললে, কিন্তু স্যার, আমাদের যে ক'টা প্যাসেঞ্জার-প্লেন আছে, তাতে ষ্টার্ট নিতে নিতে তো দামাস্কাস শহর মরুভূমি হয়ে যাবে। মিঃ হুট্‌কে তখন আনলেই বা কি লাভ।

মিঃ গাম্বিয়া গাল দুটো ফুলিয়ে বললেন, তাহলে এক কাজ কর। একখানা সুপারসনিক্ জেটবিমান পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি ফোন করে দিচ্ছি বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষকে।

লম্বুদা পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে আবার ধূমপানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে এবার আর অনুরোধ করার প্রয়োজন হ'ল না। নিজে থেকেই আবার শুরু করলেন—

আমি তখন বাড়িতে বসে নিশ্চিন্ত মনে দাড়ি কামাচ্ছি হঠাৎ বাড়ির সামনে ভটভট করে একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি হর্ন বাজাতে লাগল।

ছোট ভাগ্নে নিচেই খেলা করছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এসে বললে, মামা, এক লালমুখো সাহেব তোমার নাম বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল। অনেক বলে কয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে এসেছি। তোমার সাথে বিশেষ দরকার। আমার তখন আধখানা মাত্র গাল কামানো হয়েছে। ভাবলুম কে আবার সাতসকালে বিরক্ত করতে এল।

দাড়িটা পুরো কামিয়ে যাব কিনা ভাবছি, হঠাৎ সিঁড়িতে ঠকঠক করে জুতোর শব্দ হ'ল। বুঝলুম এ দিশি সোলের আওয়াজ নয়। দাড়ি আর কামানো হ'ল না। নেমে এলুম নিচেতে। লালমুখো গোরাটা আমাকে দেখামাত্রই জোড়া পায়ে দাঁড়িয়ে স্মার্ট করে একটা স্যালুট্ ঠুকল। পকেট থেকে মিঃ গাম্বিয়ার লেখা চিঠিখানা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'ইওর্ অনার্ স্যার্'—

চিঠি পড়ে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। মিঃ গাম্বিয়া সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, পত্রপাঠ পদধূলি দেবেন। নচেৎ জাতটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়া কি মুখের কথা! বাকি দাড়িটা কামাতেই তো কম করেও পনরো মিনিট লাগবে। পত্র-

…চুলোয় যাক আপনার দাড়ি। একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে…

বাহককে সে কথা বলতেই সে উত্তেজিত হয়ে বললে, চুলোয় যাক আপনার দাড়ি। একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, আর আপনি

কিনা এখন দাড়ি কামানোর কথা ভাবছেন। বলিহারি আপনাকে। বরং ব্লেডটা পকেটে করে নিয়ে চলুন। পথে কামিয়ে নেবেন।

পত্রবাহকের কথা শুনে আমার আগাপাছতলা রাগে রী রী করে উঠলেও তার অকাট্য যুক্তির কাছে মাথা নত করতে হ'ল। সাবানটা তোয়ালেতে মুছে ফেলে আধগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম জামা-প্যাণ্ট-টাই পরে।

মোটর সাইকেলে ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল। আমাকে পেছনে বসিয়ে গোরাটা নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব বললে। তারপর সীটে বসে হ্যাণ্ডেল মোচড় দিতেই মোটর সাইকেলটা লাফিয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল বেলগাছিয়া ধরে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে।

যত বলি সাহেব আস্তে চালাও এটা দামাস্কাস নয় কলকাতা, কে কার কথা শুনে। বিড়বিড় করে কি সব বকে আর হ্যাণ্ডেল মোচড় দিয়ে দিয়ে তত স্পীড্ বাড়ায়।

এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। মোটর সাইকেল সহ আমাকে নিয়ে সে সরাসরিই পৌঁছালো প্লেনের কাছে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকতে, সে মোটর সাইকেলটা টেনে তুলে নিল প্লেনের ভেতরে। পাইলটের সীটে বসে 'কট্' করে একটা আওয়াজ করতেই প্লেনটা শাঁক্ করে উড়ে গেল আকাশে। প্লেন ছেড়ে দিলেও কোন্খানে বসলে সুবিধে হবে ভাবছি, হঠাৎ সে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল। হাসিটা যে নিরর্থক নয় সেটা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্ন করলুম, কী ব্যাপার, হাসছ যে বড়!

সে বলল, ভেবে আর কি হবে! আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি। জানলা দিয়ে একবার গলা বাড়ালেই সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি বুঝতে পারবেন।

দামাস্কাসের দূরত্ব যাই হোক না কেন, পাশের পাড়া যে নয় এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিলুম। এত তাড়াতাড়ি সেখানে

পৌঁছানো কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে কিছুতেই মাথায় না আসাতে অগত্যা জানলা দিয়ে মুণ্ডুটা বাড়িয়ে দিলুম। নাঃ, তার কথা মিথ্যে নয়। কাতারে কাতারে লোক আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এয়ারপোর্টে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে সে এসে দরজার ছিটকিনি খুলে দিতেই, কয়েকজন সরকারী কর্মচারীসমেত বেশ কিছু ছেলেমেয়ে প্লেনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সরকারী কর্মচারীরা ফ্যানেদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তার মধ্যেই আবার কয়েকজন তাদের অটোগ্রাফ খাতা বাড়িয়ে দিল আমার মুখের সামনে।

দেখলুম ঝামেলা বাড়িয়ে অযথা লাভ নেই। পকেট থেকে কলমটা বের করে তিন মিনিটে প্রায় শ'তিনেক খাতায় খসখস করে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিলুম। তারপর ভিড়টা একটু পাতলা হ'লে সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় নেমে এলুম মাটিতে।

মিঃ গাম্বিয়া মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি নামতেই আমার গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে একগাল হেসে আমার সাথে করমর্দন করলেন।

করমর্দন করতে গিয়ে আমি চমকে উঠলুম। মিঃ গাম্বিয়ার হাতের তালুটা মৃত লোকের মতই কনকনে ঠাণ্ডা। মিঃ গাম্বিয়া যে ভীষণ নার্ভাস্ হয়ে পড়েছেন বুঝতে মোটেই অসুবিধে হ'ল না। আমি তাঁকে সাহস দিয়ে বললুম, বলুন, 'হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু ফর্ ইউ ?'

মিঃ গাম্বিয়া তোতলাতে তোতলাতে বললেন, প্লীজ্ দামাস্কাসকে বাঁচান। দামাস্কাসের মৃত্যু মানে আমারও মৃত্যু।

আমি দেখলুম আদিখ্যেতা করে আর সময় নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নয়। মিঃ গাম্বিয়ার পি. এ.-এর কাঁধে একটা টোকা মেরে বললুম, ইয়ং বুলেটস্ আর এ্যাটমস্ ইলেভেনের অধিনায়কদের কাইগুলি একবার এখানে ডেকে পাঠান। আমি নিজের কানে তাদের বক্তব্য শুনতে

চাই। আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ট্যাটন মোটর সাইকেলে ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল এয়ারপোর্ট থেকে।

আমি লাউঞ্জে গিয়ে মিঃ গাম্বিয়ার সাহায্যে মাঠের একখানা মানচিত্র আঁকবার চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার মানচিত্রও আঁকা শেষ হ'ল আর ওরাও প্রায় সাথে সাথে এসে হাজির হ'ল সেখানে।

অধিনায়ক দু'জন আমার সাথে করমর্দন করে বললে, 'মিঃ ভট্, হাউ ফরচুনেট্ উই আর্।' আমি টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে বললুম, ফরম্যালিটিজ পরে হবে। এ্যাক্চুয়েলি কি ঘটেছিল বল দেখি।

ওদের পরস্পরকে মুখ চাওয়াচাউই করতে দেখে বুঝলুম ট্রাবলস্ কোথায়। আমার হাতে ভাঁজ করা মানচিত্রটা ওদের মুখের সামনে খুলে ধরে বললুম, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মানচিত্র আমি এঁকেই রেখেছি। গোল হবার সময় তোমাদের দলের খেলোয়াড়েরা কে কোন্ পজিসনে দাঁড়িয়েছিল সেটা ম্যাপে চিহ্নিত করে দাও।

দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাপের ওপর এবং পেন্সিলের সাহায্যে তাদের দলীয় খেলোয়াড়েরা কে কোথায় ছিল তাই চিহ্নিত করতে লাগল। ওদের কাজ শেষ হ'লে আমি বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে সেটা বিচার করে, পেন্সিলের টিক দিয়ে বললুম অফ্‌সাইড্ হয় নি। সাচ্চা গোলই হয়েছে এবং গোলের অনুকূলে আমার যুক্তিটা কি তাও তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলুম। এ্যাটম্‌স্ ইলেভেনের অধিনায়ক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'আই এগ্রি উইথ্ ইউ'। এখন আর পরাজয় মেনে নেওয়াতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

মিঃ গাম্বিয়া পাশেই বসে বসে সব শুনছিলেন। এ্যাটম্‌স্ ইলেভেনের অধিনায়ক মুখ দিয়ে সে কথা উচ্চারণ করামাত্রই তিনি হুর্‌র্‌রে বলে লাফিয়ে উঠলেন এবং তাঁর পার্সোন্যাল গাড়িতে আমাদের তিনজনকে উঠিয়ে ছুটলেন রেডিও স্টেশনের দিকে।

স্টেশন ডাইরেক্টরের কানে ফিসফিস করে মিঃ গাম্বিয়া কি যেন

বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মতামত রেডিও মারফত প্রচারের ব্যবস্থা করে দিলেন। রেডিও মারফত বক্তৃতা দিয়ে বাইরে বেরুনোর সাথে সাথে আবার জনতার উল্লাস কানে এল। মিঃ গাম্বিয়াকে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার ?

মিঃ গাম্বিয়া হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে বললেন, আপনি যে আজ আমার কি উপকার করলেন ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। জনতার উল্লাস দেখে মনে হচ্ছে ওষুধ ধরেছে।

রেডিও স্টেশন থেকে সোজা মিঃ গাম্বিয়ার প্যালেসেই ফিরে এলুম। কিন্তু প্যালেসের গেট পার হই কার সাধ্যি। রাজ্যের রিপোর্টার এসে ভিড় করেছে সেখানে।

মিঃ গাম্বিয়াকে বললুম, দেখুন আমি এমন কোনো ঐতিহাসিক কাজ করি নি যে রিপোর্টারদের সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে নিজের প্রচারটাও আমি অপছন্দ করি। আমাকে বরং এখনি বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন, আমার এখনো আধখানা দাড়ি কামানো বাকি। বড্ড কুটকুট করছে।

মিঃ গাম্বিয়া আমার অনুরোধ রাখলেন। যে বিমানে গিয়েছিলুম, সেই বিমানে করেই বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। লম্বুদা কোনোরকমে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে, পর পর ক'টা রামটান দিলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আজ তাহ'লে চলি কেমন। গভর্ণর হাউসে আবার তাসখেলার নেমন্তন্ন আছে। বেশি দেরি করলে আবার গভর্ণর চটে যাবেন। লম্বুদা সকলের মুখের ওপর একবার আলতো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গট-গট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমরা ফ্যালফ্যাল করে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

॥ ঘুষি ॥

সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সারাদিন সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

বিকেল না হ'তে হ'তেই এক এক করে সবাই আসতে লাগল। প্রথম এল বাস্তব। বাস্তব আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লব আর চমক গলা ধরাধরি করে এসে ঘরে ঢুকল। ওরা দু'জনে পাশাপাশি ফ্লাটে ভাড়া থাকে। তাই ওদের দু'জনে খুব বেশি ভাব।

তার বেশ কিছুক্ষণ পরেই এল হিল্লোল মাথায় রুমাল বেঁধে। ঘরে ঢুকে মাথার রুমাল খুলতে খুলতে বললে, আচ্ছা জ্বালাতন রে বাবা! সারা বর্ষা গেল এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, আর হেমন্তে কিনা ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি!

কানন ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে জামা তুলে মাথা পুঁছতে পুঁছতে বললে, যা বলেছিস। আমিও তোর সঙ্গে একমত। ভগবানের মাথার স্ক্রুগুলো নির্ঘাত ঢিলে হয়ে গিয়েছে, তা না হ'লে কখনো এই কাণ্ড করে!

কাননের গলা পেয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললুম, মেকানিজম্ তুই তো ভালই জানিস। গিয়ে স্ক্রুগুলো টাইট করে দিয়ে এলেই পারিস। ভবিষ্যতে তাহলে আর আমাদের এমন নাজেহাল হ'তে হয় না।

হিল্লোল হাসতে হাসতে বলল, ভাল কথাই বলেছিস। চমকই এ কাজের উপযুক্ত লোক বটে। তবে আমার একটা অনুরোধ

আছে। ভগবানের মাথার স্ক্রু টাইট করে তারপর যেন ভগবানকে দিয়ে নিজের মাথার স্ক্রুগুলোও টাইট করে নিয়ে আসে।

হিল্লোলের মন্তব্য শুনে সকলে হো-হো-হো-হো করে হেসে উঠল।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের পছন্দসই জায়গাগুলো বেছে নিয়ে বসার পর বাস্তব বলল, কাল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ দেখলুম। কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ডই নেই। এরা কোনোদিন ওয়ার্ল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে বলেই মনে হয় না, অথচ বকুনির চোটে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। তবু যদি ক্যাসিয়াস ক্লের মত লড়তে পারত।

ক্লের নাম শুনেই চমকের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। পাখার জোরালো বাতাসের তলায় মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ক্যাসিয়াস বোধ হয় মা দুর্গার সেই মহিষাসুরেরই বংশধর হবেন। তা না হ'লে দুর্ধর্ষ ওই লিষ্টনকে কখনো কাবু করতে পারে!

কানন বলল, ওর ষ্ট্রেট হুকগুলো সাংঘাতিক। এক পায়ে ভর করে ওই যে ঘুষিগুলো ছোঁড়ে, ও নাকি বুলেটের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যার ফলে লিষ্টন বা মার্সিয়ানো কেউই দাঁড়াতে পারল না তার সুমুখে। আমার মনে হয় শক্তির দেবতা হিসাবে ক্যাসিয়াস ক্লে-কেই মানুষের পূজা করা উচিত।

'হ্যাঁ তোমরাই পূজা করবে' বলে যিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পরিচয় আর নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলুম, আসুন লম্বুদা, আমরা এতক্ষণ আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। আপনি ছাড়া কখনো আড্ডা জমে!

লম্বুদা রেনকোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, জানি, কিন্তু কী করব বল। একে পথে প্যাচপ্যাচে কাদা তার ওপর বাসে-ট্রামে বাদুড়ঝোলা ভিড়। পুরো একটি ঘণ্টা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকার পর তবে বাসের পাদানিতে পা রাখতে পারলুম। ইউরোপ-এশিয়ার বহু জায়গায় তো ঘুরেছি—কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও দেখি নি,

বলতে বলতে লম্বুদা রেনকোট আর টুপিটা খুলে পেরেকে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। তারপর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটা দখল করে পকেট থেকে একটা দাঁড়াভাঙা চিরুনি বের করে মাথার মধ্যিখানের বারো-চোদ্দ গাছা চুলকে সযত্নে সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে চিরুনিটা পকেটে রাখলেন লম্বুদা। সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে, সিগারেটের মুখটা দেশলাইয়ের বাক্সে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, হ্যাঁ ক্যাসিয়াস ক্লে-র ঘুষি নিয়ে তোমরা যেন কি বলাবলি করছিলে?

বিপ্লব মৃদু হেসে বললে, ক্লে-র ঘুষির জোর সম্পর্কে আপনার কী মত?

লম্বুদা বিপ্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁর গোঁফের নিচে একমুঠো তাচ্ছিল্যের হাসি ছড়িয়ে বললেন, বাছাধনের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তা না হ'লে ওই কচি ঘুষি মেরে কখনো বিশ্ববিজয়ী হ'তে পারে!

লম্বুদা এমন নির্বিকারচিত্তে কথাগুলো বললেন, শুনে মনে হ'ল আমরা যদি মেরেকেটে সাতদিনও অনুশীলন করি অনায়াসেই ক্লে-র সঙ্গে এক হাত লড়ে যেতে পারব। আর এক মাস অনুশীলন করলে তো কথাই নেই।

লম্বুদার কথা শুনে আমরা অল্পবিস্তর ঘাবড়ে গেলেও বিপ্লব কিন্তু ঘাবড়াল না। বলল, লম্বুদা আপনি বলছেন বটে, কিন্তু কচি ঘুষিই তো তাকে বিশ্বজয়ীর খেতাব দিয়েছে। শুনে লম্বুদা প্রথমে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন, মনে হ'ল তিনি যেন বিপ্লবের কথা শুনতেই পান নি। সিগারেটটা ঠোঁটের কোণায় চেপে ধরে ঘরের সিলিং লক্ষ্য করে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। প্রায় আধখানা সিগারেট পুড়িয়ে হঠাৎ বিপ্লরের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, নেহাত বয়সের ভারে কাবু হয়ে পড়েছি তা না হ'লে দেখিয়ে দিতুম, কত ধানে কত চাল হয়!

লম্বুদার দম্ভোক্তি শুনে আমরা সচকিত হয়ে উঠলুম।

চমক চোখ দুটো রসগোল্লার মত গোল্লা পাকিয়ে প্রশ্ন করল, লম্বুদা আপনি আবার বক্সিং লড়তেও জানেন নাকি ?

লম্বুদা বোধ হয় এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চমকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বললেন, যা জানি তা দিয়ে একবার পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলুম। কথা উঠেছিল আমার হাতখানা মৃত্যুর পর বাঁধিয়ে রাখবে। নেহাত আমি রাজী হই নি তাই। লম্বুদা তার লম্বাটে থুতনিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

আমি আর লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম, লম্বুদা, আপনার পৃথিবী কাঁপানোর কাহিনীটা বলুন না শুনি। এমন বৃষ্টি-বাদলার দিনে ভালই জমবে।

আমার আবদার শুনে লম্বুদা খুশিই হলেন। ভাবসাব দেখে মনে হ'ল, এই অনুরোধটা শোনবার জন্যেই যেন তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। সিগারেটটা মুখ থেকে বের করে রেল-ইঞ্জিনের মত ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সেটা ১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। একদিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট সারছি, ভৃত্যটা একটা চিঠি দিয়ে গেল। বিদেশী চিঠি আমার নামে দশ-বিশখানা প্রায় রোজই আসত, কাজেই কিছুমাত্র অবাক না হয়ে চিঠিটা খুলে ফেললুম।

আলবামা পিস্ কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ভি. ভি. টেরোর গুলজার এক শান্তি-আলোচনাচক্রে আমাকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি তখন কাজে এতই ব্যস্ত যে খাবার-নাইবার পর্যন্ত সময় পাই না। প্রথমে ভাবলুম যাবই না, তারপরে মনে হ'ল, মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে আমার ক্ষুদ্র কর্মব্যস্ততার কিই বা মূল্য। সব কাজকর্ম ফেলে তাই পাড়ি জমালুম আলবামার পথে।

আলবামায় পৌঁছে পিস্ কন্‌ফারেন্সে এ্যাটেণ্ড করলুম তিনদিন।

ফিরে আসার দিন সকালে মোটঘাট বাঁধাছাঁধা করছি, হঠাৎ আলবামার প্রেসিডেন্ট মিঃ টেরোরূ গুলজার সস্ত্রীক এসে হাজির হলেন আমার হোটেলে।

মিসেস গুলজার বললেন, মিঃ ছট্ট, শুনলুম আজই নাকি আপনি আলবামা লীভ্ করছেন! একথা কী সত্যি?

আমি সবিনয়ে ঘাড় নাড়তেই, মিসেস গুলজার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ইট্ ইজ্ কোয়াইট্ ইমপসিবল্ মিঃ ছট্!' আপনি কতদিন পরে আমাদের দেশের মাটিতে পা দিয়েছেন, অন্ততঃ একটা সপ্তাহ্ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার ইচ্ছাটা কী অন্যায় হবে?

স্পষ্টই বুঝতে পারলুম পুরোটাই মিঃ গুলজারের চালাকি। পাছে তাঁর অনুরোধ না রাখি এইজন্যই তিনি মিসেসের মুখ দিয়ে তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও রাজী হ'তে হ'ল। মিঃ গুলজারের গাড়িতেই রওনা হলুম তাঁর স্পেশ্যাল গেষ্ট হয়ে।

উঃ, সে কী আদর! আদরের চোটে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। অলসভাবে বসে বসে খাওয়া আর ঘুমোনো আমার পোষায় নাকি! আপত্তি করলে পাছে আন্‌সোস্যাল্ ভাবে, তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাল দিয়ে যেতে লাগলুম।

মিঃ গুলজার আমার সম্মানে এক বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করলেন। মিসেস গুলজার বললেন, মিঃ ছট্ট, আলবামার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাবার ষাঁড়ের জিবের রোষ্ট। ভোজসভার স্পেশ্যাল মেনু হিসাবে তাই আমি রোষ্ট সাজেষ্ট করেছি। দেখবেন ওটা যেন মিস্ করবেন না।

মিসেস গুলজারের কথা শুনে আমার হাসি পেল। কানাডিয়ান ইণ্টার্-প্রভিন্স টুর্ণামেণ্টে যে কয়েকবার 'রেফরীং' করেছি, দুবেলা খালি ষাঁড়ের জিবের রোষ্ট খেতে খেতে জিবে প্রায় শ্যাওলা জন্মে গেছিল। অথচ মুখ ফুটে বলারও উপায় নেই।

মিসেস গুলজার যখন ওটা খাওয়াবার জন্য এতই ব্যগ্র, তাঁর ইচ্ছায় বাধা না দিয়ে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্'।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ভোজসভা শুরু হ'ল।

আলবামা রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে একে এসে পৌঁছতে লাগলেন। সকলে উপস্থিত হওয়ার পর পরিচয়ের পালা শুরু হ'ল। মিঃ গুলজার আমাকে স্পোর্টস্ এ্যাণ্ড গেমস্ ওয়ার্ল্ডের সূর্য বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয়ের পালা প্রায় শেষ। আর মাত্র দু'-তিনজন বাকি। মিঃ গুলজার প্রায় সাত ফুটের মত লম্বাচওড়া ও বলিষ্ঠকায় এক তরুণের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বললেন, ইনি প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইয়ের পয়লা নম্বর ছাত্র মিঃ ড্যাম্ ফক্স। সংক্ষেপে ভবিষ্যৎ বিশ্বজয়ী বলা চলতেও পারে। জো লুইয়ের মতে মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন শক্তিধর যোদ্ধা আসে নি।

মিঃ গুলজার যখন বেশ ফলাও করে মিঃ ড্যাম্ ফক্সের ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করছিলেন, ড্যাম্ ফক্স যেন আমাকে দেখতেই পায় নি এমন ভাব করে ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি "হ্যালো মাই ডিয়ার" বলে হাত বাড়াতে, ড্যাম্ ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্য। আমি হ্যাণ্ডশেক করলেও মনে মনে ওর এই অভদ্র আচরণে ক্ষুণ্ণ হলুম। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! কোথায় কি তার ঠিক নেই, এর মধ্যেই এত দেমাক। ডেঁপো ছোঁড়া কোথাকার!

ষাঁড়ের জিবের রোষ্টটায় সবে কামড় দিয়েছি, মিঃ গুলজার বললেন, মিঃ ছট্টু এলেনই যখন এখানে, জো লুইয়ের সাথে একহাত লড়বেন নাকি? যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো ষ্টেট ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে একটা প্রদর্শনী লড়াইয়ের আয়োজন করি।

মিঃ গুলজারের প্রস্তাব শুনে অভ্যাগতরা হৈহৈ করে উঠলেন। সকলে থামতে ড্যাম্ ফক্স খিকখিক করে হেসে উঠে বলল, মিঃ গুলজার আপনার প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। আশা করি আপনি আপনার ভুল সংশোধন করবেন।

মিঃ গুলজার ড্যাম্‌ ফক্সের হেঁয়ালি ধরতে না পেরে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি হঠাৎ ওকথা বলছেন কেন ?

ড্যাম্‌ ফক্স মুচকি হেসে বললে, গুরুর সঙ্গে লড়তে নামার আগে অন্ততঃ শিষ্যের কাছে নিজের যোগ্যতাটা প্রমাণ করা উচিত।

মিঃ গুলজার বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। আমার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ফক্সকে বললেন, মিঃ হুটের পরিচয় বোধ হয় আপনি জানেন না বলেই এ ধরনের মন্তব্য করছেন। উনি যদি চর্চা রাখতেন, বিশ্ববিজয়ীর খেতাব এখন তাহলে ওঁর পকেটেই থাকত।

মিঃ গুলজারের কথা শুনে ফক্স মুচকি হেসে বলল, জুনিয়ার গ্রুপে নিশ্চয়ই।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে বললুম, মিঃ ফক্স আপত্তি যদি না থাকে তো আসুন না একহাত পাঞ্জা লড়ি।

মিঃ ফক্স খিকখিক করে হেসে উঠে বললে, শৈশবে আমরা কথায় কথায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গায়ের জোর পরীক্ষা করতুম। আপনি এখন সে ষ্টেজে থাকলেও আমি নেই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো শক্তি পরীক্ষা ছাড়াই আমি আপনাকে বিজয়ীর সম্মান দিতে পারি। এখন ভেবে দেখুন—

ভোজসভায় উপস্থিত সকলেই আমাদের বাদানুবাদ উপভোগ করছিলেন। মিঃ ফক্সের মুখ থেকে এ ধরনের ব্যঙ্গাত্মক উক্তি শোনার পর মিঃ গুলজার বললেন, ফক্স পরোক্ষভাবে মিঃ হুটের সঙ্গে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় মিঃ হুটের স্পোর্টিং স্পিরিটে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত।

মিঃ গুলজারের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল মিঃ রিচি রোষ্টার ও মিঃ গোপী গর্ডন।

আমি দেখলুম আর নিরব থাকা শোভা পায় না। মিঃ গুলজারের

উদ্দেশ্যে বললুম, আপনি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। ষাঁড়ের জিব চুষে চুষে বাছাধনের গায়ে কত শক্তি জন্মেছে একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই। আমার মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে করতালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

আমার অনুরোধ মত মিঃ গুলজার আলবামা ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে লড়াইয়ের ব্যবস্থা করলেন। এ খবর বেশিক্ষণ চাপা রইল না। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে, চেনা অচেনা হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে ঘন ঘন ফোন আসতে লাগল। সকলের এক প্রশ্ন। জো লুইয়ের সাথে না লড়ে আপনি ওই দুগ্ধপোষ্য শিশুটার সঙ্গে কেন লড়ছেন ?

আমি উত্তরে বললুম, 'পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে' একটা কথা আছে জানেন ? ড্যাম্ ফক্সেরও ডানা উঠেছে। সেই ডানা দুটো ভাঙবার জন্যই রাজী হয়েছি বলে লম্বুদা মুচকি মুচকি হেসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট লম্বুদা নির্বিকারচিত্তে সিগারেট টানাতে হিল্লোল বিরক্ত হয়ে বলল, লম্বুদা তারপর—

লম্বুদা সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, খবর পেলুম, ড্যাম্ ফক্স নিয়মিত আদা-ছোলা খেয়ে দিনে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা অনুশীলন করছে। আর জো লুই নাকি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে এক্সট্রা স্পেশাল আপার্-কাট্ মারা শেখাচ্ছে।

শুনে আমার হাসি পেল। মনে মনে বললুম, বে-চা-রা! আমি কিন্তু একদিনে এক ঘণ্টাও অনুশীলন করলুম না। প্রতিদিন সকালে দশ মিনিট স্কিপিং করে কেবল বডি ফিট রাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

লড়াইয়ের দিন সকাল সকাল উঠে আধঘণ্টা ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়াম

করে নিলুম, তারপর এক কিলো পেস্তাবাদাম আর এক পোয়া আখের গুড় মোষের দুধ দিয়ে বেটে খেতেই, শরীরখানা নতুন কারেন্সি নোটের মতন মচমচ করে উঠল।

শূন্যে গোটাকয়েক ঘুষি ছুঁড়ে কলকব্জাগুলোর জং ছাড়িয়ে সেই যে বিছানায় গিয়ে শুলুম, উঠলুম বিকেল পাঁচটায়।

পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে লড়াই শুরু হবার কথা। আড়মোড়া ভেঙে গেঞ্জি, প্যাণ্ট আর গ্লাবস্ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে।

এদিকে ড্যাম্ ফক্স রাত পোহাতে না পোহাতেই হাজির হয়েছিল ওখানে। এবং মঞ্চের ওপর স্যাডো ফাইট প্র্যাক্‌টিস্ করছিল। পাঁচটার মধ্যে আমি সেখানে না পৌঁছতে, মোটামুটি সবাই ধরে নিয়েছিল আমি ভয় পেয়ে পিঠটান দিয়েছি। আমার আবির্ভাবে তাই হৈচৈ পড়ে গেল ইন্‌ডোর ষ্টেডিয়ামে। সবাই ছুটে এসে আমাকে ঘিরে ধরে বললেন, 'হোয়াটস্ ম্যাটার্ মিঃ স্ট্রং?'

'নাথিং' বলে আমি হাসতে হাসতে গ্লাবস্ পরে এগুতে লাগলুম মঞ্চের দিকে।

পাঁচটা ছাপ্পান্ন মিনিটেই লড়াই শুরু হ'ল। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা। ফক্সের চ্যাংড়া সমর্থকেরা নানা রকমের কুস্বর করে আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি সেই পাত্তরই নই, হেসে হেসে গোড়াতে মুষ্টিযুদ্ধের আধুনিকতম কসরৎগুলো দেখাতে লাগলুম।

ফক্স ভাবল আমার এগুবার সাহস নেই বলেই এইসব কসরৎ দেখাচ্ছি। অতএব এই সুযোগ কোনক্রমেই ছাড়বার নয়। ফক্স হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর এবং আমার থুতনিসহ মুখের জিওগ্রাফি পালটে দেবার জন্য পর পর আপার্-কাট্ মারতে লাগল।

পর পর সাতখানা আপার্-কাট্ আমি নস্যাৎ করে দিলেও অষ্টমখানা পারলুম না। গ্লাবসের খোঁচায় থুতনিটা সামান্য ছড়ে গেল।

ফক্সের সমর্থকেরা কি ভাবল কে জানে, তারা 'এ্যাটাক্—এ্যাটাক্' বলে চিৎকার করতে শুরু করল। ফলে ফক্স আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল এবং দু'হাতে দুমদাম ঘুষি চালিয়ে আমাকে রিং-এর বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

ফক্সের ফসফসানি শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, ফক্স ধৈর্যচ্যুত হয়েছে। এখুনিই সে লড়াইয়ের ফয়সালা করতে চায়।

আমি দেখলুম আর বিলম্ব করা উচিত নয়। ওষুধ দেবার সময় হয়ে গিয়েছে। বাঁ পায়ে ভর করে পজিসানটা ঠিক করে নিলুম, তারপর বুক ভরে দম নিয়ে পাঁচফুট লাফিয়ে ফক্সের মাথার ব্রহ্মতালুতে মারলুম একটা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ঘুষি। সংক্ষেপে যাকে 'লোয়ার্-কাট্' বলে তাই। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে লড়াই খতম। লম্বুদা আবার ধূমপানে মন দিলেন।

আমাদের আর অনুরোধ করবার দরকার হ'ল না। লম্বুদা বললেন, ড্যামের ওই সাত ফুট দেহখানা ঘুষির চাপে কুঁকড়ে সাড়ে তিন ফুট হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার হাঁটুরও নিচে।

ফক্স কিন্তু দুর্ঘটনায় পড়েও ক্ষান্ত হ'ল না। সমানেই সে ঘুষি ছুঁড়ে যেতে লাগল। আমি তখন রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম, ভাবী বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধু সম্ভবতঃ জানে না বক্সিং-এ কোমরের নিচে ঘুষি মারা আইনবিরুদ্ধ।

রেফারি একটু অন্যমনস্কই ছিল। আমার বক্তব্য শোনামাত্রই সে তখুনিই এগিয়ে এসে আমার হাতটা তুলে ধরে 'বিজয়ী' ঘোষণা করল।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং রেনকোট ও টুপি গায়ে জড়িয়ে বললেন, বৃষ্টিটা ধরেছে চলি।

ইস্তাম্‌বুল থেকে আজ আবার একটা ট্রাঙ্ককল আসার কথা আছে বাড়িতে।

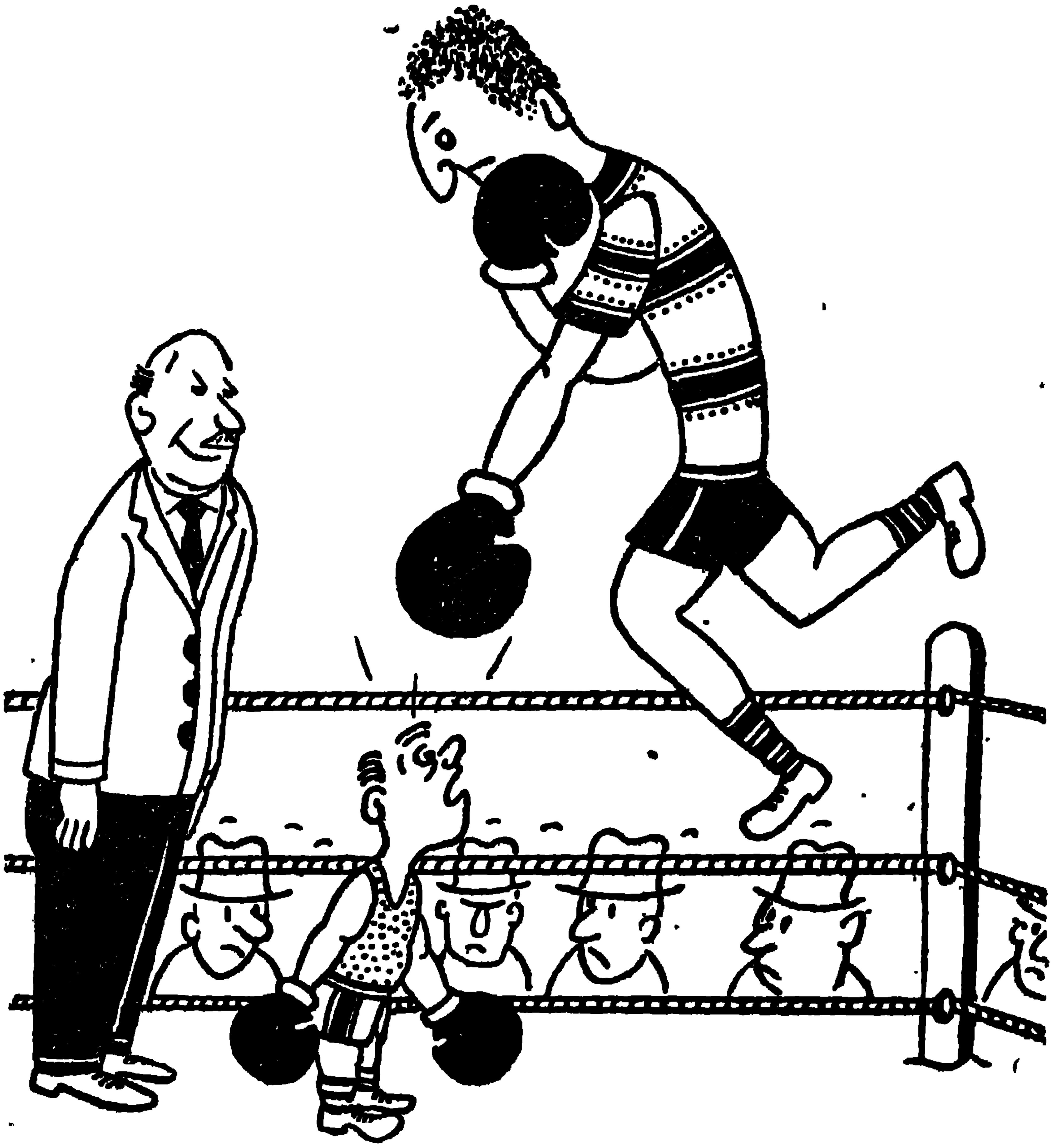

…সাত ফুট দেহখানা ঘুষির চাপে কুঁকড়ে সাড়ে তিন ফুট হয়ে গেল

লম্বুদা চলে যেতে, চমক কানের ওপর হাত বুলোতে লাগল।

হিল্লোল বললে, কী ব্যাপার ?

চমক গম্ভীর হয়ে বললে, কান দুটো আছে না ভেতরে ঢুকে গিয়েছে পরীক্ষা করে দেখছি।

॥ ছক্কা ॥

লম্বুদা ঘরে ঢুকে টিফিন-ক্যারিয়ার আর ওয়াটার্-বটল্‌টা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে টান টান হয়ে শুয়ে বললেন, টু টায়ার্ড। এক গ্লাস কনকনে ঠাণ্ডা জল খাওয়াও দেখি।

চমক পাশেই একটা চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে একটা খেলার কাগজ পড়ছিল। লম্বুদা জল চাইতে, কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে সে উঠে দাঁড়াল এবং কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে লম্বুদার সামনে রাখল।

লম্বুদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে জলের গ্লাসটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন এবং গালে ও কপালে সেটা বুলোতে বুলোতে বললেন, ইণ্ডিয়া আজ বড্ড ভাল খেলেছে। অবশ্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তুলনা নেই।

লম্বুদার আকস্মিক এই মন্তব্যকে ঘিরে আমরা যখন মুখ চাওয়া-চাউই করছি, লম্বুদা গ্লাসের জলটুকু সশব্দে গলাধঃকরণ করে, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

প্রসঙ্গটা নতুন কিছু না হ'লেও, লম্বুদার মন্তব্যটাকে ঘিরে আমাদের কৌতূহল পুঞ্জীভূত হ'তে লাগল। লম্বুদা নিবিষ্টমনে সেটা লক্ষ্য করার পর, নাক দিয়ে অনর্গল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, পাতু সেঞ্চুরি করলেও দর্শনীয় মার মেরেছে চাঁদু। ছেলেটা যদি টিকে থাকতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল্ প্লেয়ার হ'তে পারবে।

জীবনে তো অনেক খেলোয়াড়ই দেখলুম, গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারি কে টিকবে আর কে উবে যাবে। লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে পা নাচাতে শুরু করলেন।

হিল্লোল এতক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। লম্বুদা নিরব হবার সঙ্গে সঙ্গে হিল্লোল উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, লম্বুদা আপনি খেলা দেখছেন, টিকিট পেলেন কোত্থেকে? একটা সিজিন টিকিটের জন্য আমি তো তিনজোড়া জুতোর সোল খোয়ালুম অথচ বিশ্বাস করুন কোত্থাও পেলুম না।

হিল্লোলের অভিযোগ শুনে লম্বুদা এমনভাবে তার দিকে তাকাতে লাগলেন, মনে হ'ল যেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর দশম আশ্চর্য আবিষ্কার হ'ল। বেশ কয়েক মিনিট ওইভাবে তাকিয়ে থাকার পর, গোঁফের আড়ালে মৃদু হেসে বললেন, আমার পরিচয় তোমরা এখনও সবটুকু জানতে পার নি বলেই এমন প্রশ্ন করতে সাহস করলে। তোমরা বোধ হয় জান না, দরকারী কাজে একবার হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সে বছর কলকাতায় টেষ্টম্যাচ পণ্ড হ'তে বসেছিল। আমি ট্রাঙ্ককলে কর্মকর্তাদের ধমক দিতে তবে টেষ্টম্যাচ হয়েছিল ইডেন গার্ডেনে।

লম্বুদা থামামাত্রই বাস্তব সরব হ'ল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, লম্বুদা আপনি বলছেন বটে কিন্তু আমরা যতদূর খবর রাখি, এমন কোনো কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কার কথা শুনি নি তো!

বাস্তবের কথা শুনে লম্বুদা গোল গোল চোখ করে তার দিকে তাকালেন। তারপর হো-হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠে বললেন, 'চাইল্ড্ অব্ ইয়স্টারডে'—তোমাদের না শোনাটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। তবে হ্যাঁ, তোমরা যখন ক্রিকেট খেল এবং খবরাখবর রাখ, তোমাদের শোনা উচিত ছিল বৈকি।

লম্বুদা থেমে গিয়ে গুনগুন করে একটা পরিচিত টপ্পা-গানের সুর ভাঁজতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ গুনগুন করার পর যখন আমরা অল্পবিস্তর নড়েচড়ে বসে স্থির হয়েছি লম্বুদা গান থামিয়ে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে টেষ্টখেলা বন্ধ হবার খবর শুনেই তোমরা আশ্চর্য হ'লে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

তৃতীয় অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পারি নি বলে তিন ঘণ্টা স্থগিত রাখা হয়েছিল। লম্বুদা তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য চক্রাকারে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন।

চমক এতক্ষণ একটা মশা মারতে ব্যস্ত ছিল। মশাটা ঘুরে-ফিরে তার গায়ে বসছিল।

লম্বুদার মুখে অলিম্পিক গেমস্ পেছিয়ে দেবার কারণ শুনে মশাটাকে রেহাই দিয়ে লম্বুদার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, ঘটনাটা যেন কোন্ সালে ঘটেছিল লম্বুদা?

চমকের প্রশ্নে লম্বুদা কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করলেন না। বেশ নির্বিকারচিত্তেই পর পর ক'বার সিগারেটে টান দিলেন, তারপর নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সালটা ঠিক খেয়াল নেই। তবে তোমরা যদি নেহাতই উৎসুক হও তৃতীয় অলিম্পিকটা কোন্ সালে হয়েছিল জেনে নিও। অলিম্পিকের ওপর লেখা কোনো বই পেলে তা থেকেও অবশ্য জানতে পার এবং বলা বাহুল্য আমার নামও সেখানে দেখতে পাবে।

লম্বুদা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে কথাগুলো বলে, মটমট করে হাতের আঙুলগুলো মটকাতে লাগলেন। আঙুল মটকান শেষ করে হিল্লোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা টেষ্টখেলার টিকিট পাও নি, আগে বল নি কেন? আমি তো ডেকে ডেকে হাজার চারেক টিকিট বিলোলুম। যাকগে এখন আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন তোমাদের টেষ্টখেলার টিকিটের প্রয়োজন

হয়, অন্ততঃ একদিন আগেও আমাকে জানালে আমি কন্‌সেসনে তোমাদের টিকিট যোগাড় করে দেব।

উত্তরে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে হিল্লোল নিরব হয়ে গেল।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ সকলে নিরব থাকার পর চমকই প্রথম মুখ খুলল। বলল, লম্বুদা, পাতৌদির নবাবের সেঞ্চুরিখানা কি রকম দেখলেন বলুন। রেডিওতে রীলে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল নবাব বেশ দর্শনীয় সেঞ্চুরি করেছে।

লম্বুদা যেন কথাগুলো শুনতেই পান নি এমন ভান করে নির্বিকার-চিত্তে সিগারেট টানতে লাগলেন, আর মুখের মধ্যে ধোঁয়াগুলো জমিয়ে জমিয়ে নানা রকমের ধোঁয়ার খেলা দেখাতে লাগলেন। লম্বুদার কাছ থেকে একটা জবাবের আশা সকলেই করেছিল। হঠাৎ তাঁর এই নির্বিকার ভাব দেখে সকলেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

নতুন কোনো প্রসঙ্গ তুলে এই অস্বস্তিকর নিরবতা ভঙ্গ করার জন্য সকলেই উৎসুক, ঠিক সেই মুহূর্তে একঝলক মুচকি হেসে লম্বুদা সরব হলেন। চমকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এক কাপ ডবল হাফ খাওয়াতে পার, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।

চা পেটে না পড়লে যে লম্বুদার মেজাজ খোলে না সেটা আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা ছিল। লম্বুদা প্রস্তাব করামাত্রই চমক হেসে বললে, নিশ্চয়ই। চমক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই লম্বুদা পকেট থেকে একখানা কড়কড়ে এক টাকার নোট বের করে, তার ওপর তিনবার টোকা মেরে শব্দটা সকলকে উপভোগ করালেন। তারপর চমকের হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমরা যদি কেউ চা খেতে চাও খেতে পার। আমার কোনো আপত্তি নেই।

চা-পানে সকলে তেমন অভ্যস্ত না হ'লেও এ সুযোগ কেউই ছাড়ল না। চমক চমকের মধ্যে গুনতির কাজ শেষ করে দৌড়াল চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে।

লম্বুদাকেই প্রথম চা দেওয়া হ'ল। চায়ের কাপটা মুখে ধরে স-র্-র্-র্ স-র্-র্-র্ করে লম্বুদা প্রায় তিন-চতুর্থাংশের মত চা কাপ থেকে পেটের ভেতর চালান করে পায়ের ওপর পা তুলে দ্রুত নাচাতে লাগলেন। বাকি চাটুকু পেটে ঢোকাতেও লম্বুদার তেমন সময় লাগল না। চায়ের কাপটা টেবিলের তলায় রাখতে রাখতে তিনি বললেন, চায়ের মত চা খেলুম আজ খেলার মাঠে। টি টাইমে প্যাভিলিয়নে বসে লালার সাথে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছি, হঠাৎ বর্ধমানের মহারাজা এসে প্যাভিলিয়নে ঢুকলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই আমার হাত ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে বললেন, অনেক কথা আছে। চল একটা জায়গা খুঁজে বসি। ফ্লাস্কে আমার চা আছে। অসুবিধা হবে না।

লালাকে হাত নেড়ে আমি উঠে গেলুম মহারাজার সাথে। পুলিশ-ব্লকের একাংশ খালি পড়েছিল। ওখানে গিয়ে দু'জনে বসতেই, মহারাজা ফ্লাস্ক খুলে নিজে এক কাপ চা নিলেন এবং আমাকে এক কাপ চা দিলেন।

চায়ের কাপ হাতে নিতেই একটা চাপা গোলাপফুলের গন্ধ নাকে এল। মনে হ'ল আমি যেন একটা গোলাপ বাগানে বসে আছি।

মহারাজা পর পর ক'বার কাপে চুমুক দিয়ে 'ঘড়াৎ' করে মুখে একটা শব্দ করলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, লম্বমান চা-টা কি রকম খেলে বল ?

উত্তরটা ইংরেজী, বাংলা না হিন্দী কোন্‌টায় দেওয়া সমীচীন হবে যখন ভাবছি, মহারাজা নিজেই সরব হয়ে উঠলেন। বললেন, চা আর গোলাপ গাছের কাটিং জুড়ে বসিয়ে এই স্পেশ্যাল চাষ করিয়েছি। এক কাপ এই চা খেলে সাতদিন মুখে স্বাদ থাকে।

চায়ের কাপ মুখে দেওয়ামাত্রই আমি সে কথা বুঝতে পেরেছিলুম। মহারাজা তার পুনরাবৃত্তি করতে, আমি বললুম, চা খাবার আগেই আমি সে কথা টের পেয়েছি।

সিগারেটটা অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গিয়েছিল। লম্বুদা আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে চমকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ, তখন যেন কি জানতে চাইছিলে ?

চমক মুখ তুলে তাকাল লম্বুদার দিকে। বলছিলুম, পাতৌদির নবাবের সেঞ্চুরিখানা কি রকম দেখলেন ?

লম্বুদা একটু মুচকি হেসে বললেন, ধুৎ! একে কি আর সেঞ্চুরি বলে, দশ ঘণ্টা লাগল একশ' চার রাণ করতে! আমি যদি সিলেকশন্ বোর্ডে থাকতুম, বাছাধনকে আর ইডেনের গেট পেরোতে দিতুম না। নেহাত ইণ্ডিয়ায় জন্মেছিল তাই এ যাত্রা বর্তে গেল।

লম্বুদার মন্তব্য পুরোপুরি না হ'লেও, কিছুটা না মেনে উপায় ছিল না। প্রায় দেড়দিন ধরে একটা সেঞ্চুরি সত্যই বিরক্তিকর। তাহলেও ইণ্ডিয়ার প্রাথমিক বিপর্যয় মুহূর্তে নবাব যদি এভাবে না খেলত তাহলে ড্র তো দূরের কথা, ইনিংস্ ডিফিট রোখা যেত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চমক সেই কথাটা বলবার জন্য হাঁ করতেই লম্বুদা বললেন, বুঝেছি, বলবার দরকার নেই। পাঁচ বছর বয়েস থেকে আমি ক্রিকেট খেলছি। কোন্ অবস্থায় কিভাবে খেলতে হয়, নতুন করে আর তোমাদের কাছ থেকে জানবার দরকার নেই। তবে কি জান, ক্রিকেট যেহেতু গেম্ অফ্ চান্স, এই ধরনের ক্রিটিক্যাল্ মোমেণ্ট চিরকাল এসেছে এবং আসবেও। সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে অতিক্রম করাটাই ক্রিকেটের চার্ম বা খেলোয়াড়ের ধর্ম। সে ধর্ম পালনে যদি কেউ অক্ষম হয়, তাকে নিশ্চয়ই সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রাডম্যান্‌কে যার জন্য আমি চিরকাল ভালবাসতুম। ওর মাথা ও হাতের কাজ একসাথেই চলত বলেই ও বিশ্ববিশ্রুত হ'তে পেরেছিল। অবশ্য সেটা আমাদেরই আশীর্বাদে—লম্বুদা আবার মুচকি হাসলেন।

চমক দেখল লম্বুদা পাতৌদির কৃতিত্ব মানতে কিছুতেই রাজী নন। তাছাড়াও তিনি যে রকম কাঠগোঁয়ার, বোঝালেও যে বুঝবেন

এমন কোন ভরসাও নেই। অগত্যা প্রসঙ্গ পালটে চমক বলল, লম্বুদা, আপনি সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব মানতে যদি একান্তই গররাজী থাকেন, তাহলে চুরানব্বই রাণের মাথায় তার ছক্কা মারাটাকে নিশ্চয়ই প্রশংসা করবেন। আপনি তো বিশ্বের রথী-মহারথীদের অনেকের খেলাই দেখেছেন, বলুন হাইকোর্টের মাথা টপকিয়ে কাউকে এমন ছক্কা মারতে দেখেছেন কখনো ?

সকলে আশা করেছিল লম্বুদা এবারে পাতৌদির এই কৃতিত্বটা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেবেন, কিন্তু কারুর আশাই পূরণ হ'ল না। লম্বুদা নিজের মনেই হাসতে লাগলেন।

হিল্লোল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, লম্বুদা আপনি হাসছেন বটে কিন্তু হাসির কথা তো কিছুই হয় নি। আপনার এই অকারণ হাসির কারণ কি জানতে পারি ?

হিল্লোলের প্রশ্ন শুনে লম্বুদার তেমন কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। বরং হাসির মাত্রাটা আর এক ডোজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, পাতুর এই ছক্কাটাকে নিয়ে তোমরা যদি এত হৈচৈ কর, ১৯২৩ সালে মেলবোর্নে কিথ্ মিলারের বলে যেটা মেরেছিলুম সেটা তাহলে কি ?

লম্বুদার কথা শুনে এবার গুঞ্জন উঠল ঘরের মধ্যে, আমি আর কৌতূহল চাপতে পারলুম না। বললুম আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তেইশ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাটা আমাদের শোনাবেন নাকি ?

আমার অনুরোধ শোনামাত্রই লম্বুদার গোঁফের ডানা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতের আঙুল দিয়ে টাকের মধ্যিখানটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, তোমাদের যখন এতই কৌতূহল, শোনাতে আমায় হবে বৈকি।

লম্বুদা নড়েচড়ে বেশ গুছিয়ে বসলেন চেয়ারে। তারপর চোখ বুজে বেশ নির্বিকার ভাবেই পা নাচাতে লাগলেন। লম্বুদার কাণ্ড দেখে সকলেই যখন মনে মনে অল্পবিস্তর বিরক্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ

করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা সরব হলেন। তখন আমার কতই বা বয়েস, হার্ডলি ষোল কিংবা সতরো।

দাত্বর ভেড়ার ব্যবসা ছিল। ভাল জাতের ভেড়া কেনবার জন্য প্রায়ই তাঁকে অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে হ'ত। সেবার যাবার সময় দাছ্ আমাকে বললেন, কীরে আমার সঙ্গে যাবি নাকি?

গরমের ছুটি থাকার দরুন তখন স্কুল বন্ধ ছিল। ভাবলুম মন্দ কি। দাত্বকে বললুম যেতে পারি, যদি মেলবোর্ন শহরটা ঘুরিয়ে দেখাও। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ওটা দেখবার।

দাত্বর কোনো আপত্তি ছিল না। আমরা অষ্ট্রেলিয়ার পথে রওনা হলুম।

মেলবোর্নে বেড়াতে গিয়ে প্রথমেই হাজির হলুম মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের তাঁবুতে।

আসন্ন ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্টম্যাচ উপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা নেট প্র্যাকটিস্ করছিল।

আমি দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছি হঠাৎ কিথ্ মিলার আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, খোকা খেলতে জান?

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, একটু—একটু।

মিলার আমার হাতে একটা ব্যাট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি বল দিচ্ছি, দেখি কি রকম ঠেকাতে পার!

আমি ব্যাটটা সাপটে ধরে উইকেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, মিলার আমাকে পর পর আণ্ডার-রাণ বা মেয়েলী বল দিতে লাগলেন। ভাবলেন বোধ হয় ওতেই বাজিমাত হবে।

আমি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নই। পর পর তাঁর বল মেরে ছাতু করতে লাগলুম। যা দেখে মিলারের চোখ ট্যারা। দুধের মত ধবধবে সাদা গাল দুটো তাঁর আপেলের মত লাল হয়ে উঠল।

এক মিনিট থ মেরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে

কি যেন ভাবলেন, তারপর শূন্য হাতখানা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন।

মিলার যে আর আণ্ডার-রাণ বল দেবেন না স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। আমিও তাই মনে মনে সে বলের জবাব দেবার জন্য তৈরি হ'তে লাগলুম।

মিলার হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে গিয়ে তিনি আঙুলে নানা কারসাজি করে বলটা আঁকড়ে ধরলেন, তারপর বার বার জিবের ডগায় ঠেকিয়ে প্যান্টের কাপড়ে ঘষতে লাগলেন।

প্রায় দশ মিনিট পাঁয়তারা কষার পর, মিলার বলটা বাগিয়ে ধরে গুনে গুনে পঁচিশ হাত দৌড়ে এসে বল দিলেন উইকেট লক্ষ্য করে।

আমিও বলের পিচ পড়তে দিলুম না। তার আগেই বল হাওয়া —লম্বুদা থেমে গিয়ে মুচকি হাসতে লাগলেন।

লম্বুদার বলা যে শেষ হয় নি সেটা অনুমান করেই আমরা বললুম, লম্বুদা প্লীজ্ আর ঝুলিয়ে রাখবেন না, শেষ করুন।

লম্বুদা আর একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর আকাশে একখণ্ড মেঘের ভেতর থেকে হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁচ ঝরে পড়তে লাগল।

মিলার হতভম্ব হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে যখন এই রহস্যের কূলকিনারা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি এরোপ্লেন বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। প্লেনের জানলাগুলোর মধ্যে একটির কাঁচ ভেঙেচুরে একশেষ। আর সেই ভাঙা কাঁচের ফাঁকে ডিউজ বলটা সেঁটে রয়েছে।

মিলার বলটা চিনতে পেরেই মুখে একটা অস্ফুটক শব্দ করলেন, তারপর ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যে রণজিৎ সিংজীর দেশের ছেলে বুঝতে পারি নি। তোমাকে শিশু ভেবে আমি যে ভুল করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। লম্বুদা থামতেই বাস্তব বলে উঠল, জ-ল।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই বলে উঠল, আমরাও খাব।

সবাই যখন জল খেতে ব্যস্ত, লম্বুদা হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলি কেমন, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আজ চায়ের নেমন্তন্ন আছে।

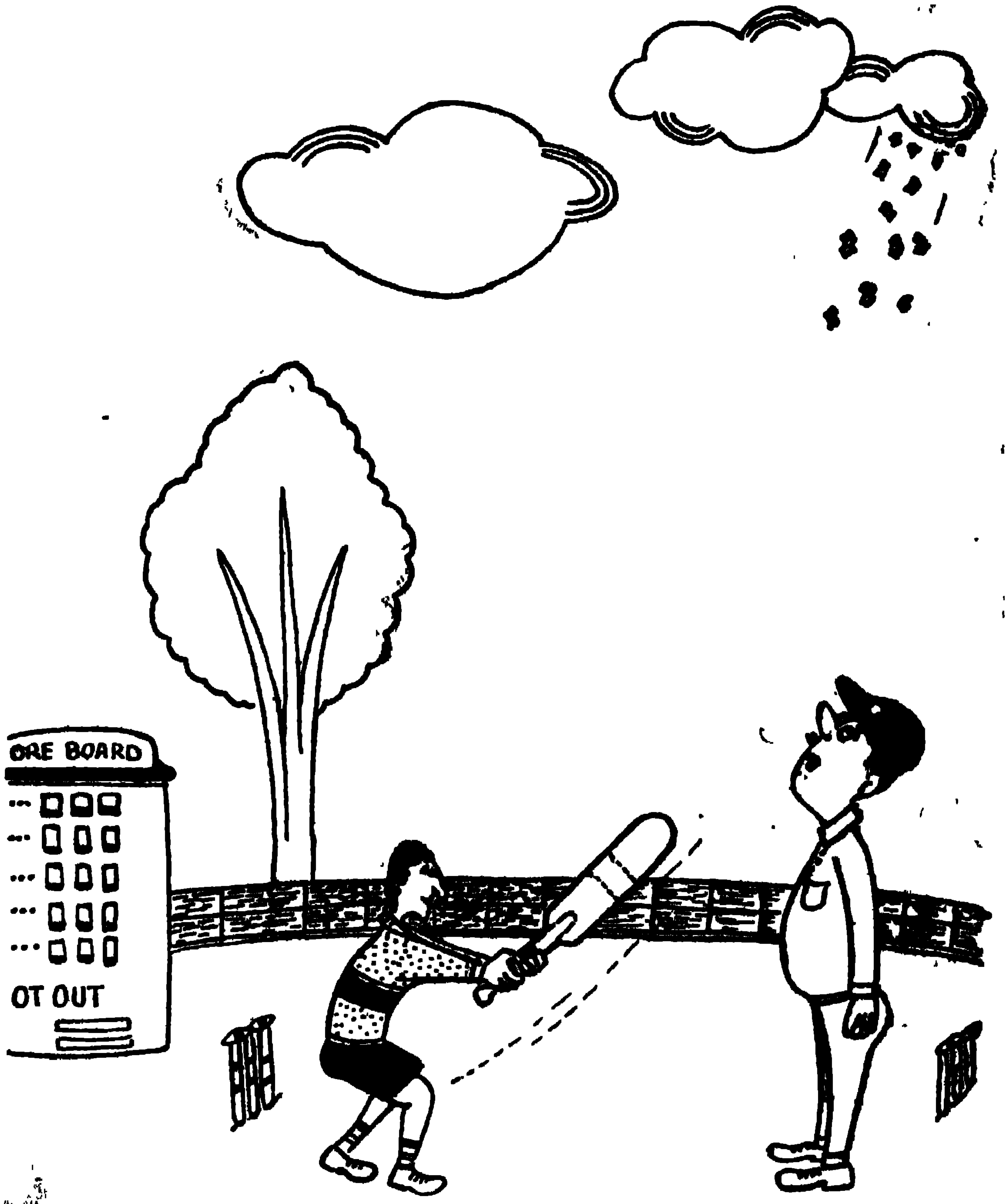

...মেঘের ভেতর থেকে হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁচ ঝরে পড়তে লাগল

লম্বুদা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমরা প্রত্যেকেই এক গ্লাস করে জল খেয়ে ফেললুম।

———

॥ সট্ ॥

লম্বুদা টাইয়ের নট্ টাইট করতে করতে ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের ফাইন্যাল খেলা যেন ক'টার সময় ?

হিল্লোল জার্সি পরতে পরতে বললে, পাঁচটা পনরো মিনিটে।

লম্বুদা হাতের বোতাম খুলে ঘড়িটা দেখে বললেন, একঘণ্টা আগে আসতে বলেছিলে। তাহলে ঠিক সময়েই এসেছি কি বল ? লম্বুদা চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, 'দিসিস্ পাঙচুয়ালিটি।' আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে যেটার প্রচণ্ড অভাব। অবশ্য ত্রিশ বছর আগে আমিও এর মূল্য বুঝতুম না। ব্লাডিভস্টকে গিয়েই আমার প্রথম চোখ খুলল। ওখানকার গভর্ণরের সঙ্গে এক ভোজসভায় আমার যেতে মাত্র পনরো সেকেণ্ড দেরি হয়েছিল বলে সে সভাসুদ্ধ লোকের কী হাসি ! একজন তো লোভ সামলাতে না পেরে বলেই ফেলল, মহাশয় ভারতীয় নিশ্চয়ই। শুনে লজ্জায় আমার কান লাল, তাড়াতাড়ি দোষ স্খালন করবার জন্য একটা অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তাতে ব্যাপারটা আরো ঘোলাটে হয়ে গেল। তারা যদিও বা মুচকি হাসছিল, এবারে হো-হো-হো করে হেসে উঠল। দেখলুম ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়। বেমালুম চেপে যাওয়াই শ্রেয়। কোনোদিকে আর না তাকিয়ে কাঁটা-চামচ আর ছুরি বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে ব্যাঙের রোষ্ট খেতে লাগলুম।

লম্বুদা প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার সিগারেট খাওয়ার ফাঁকে আমাদের জার্সি ও জুতো পরা হয়ে গিয়েছিল। লম্বুদা জুতোর হিলের তলায় সিগারেটের শেষাংশটুকু চেপে ধরে বললেন, 'ফ্রেণ্ডস্ নাউ উই মে গো!' আমরা লম্বুদাসহ বেরিয়ে পড়লুম খেলার মাঠের উদ্দেশ্যে।

মাঠে পৌঁছে লম্বুদা পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতির আসনের পাশেই একটি চেয়ার ম্যানেজ করে পায়ের ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসলেন, তারপর পকেট থেকে একটি মিনি বায়নাকুলার বের করে চোখে লাগিয়ে সারা মাঠের ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন।

যথাসময়েই হুইসীল্ পড়তে আমরা সদলবলে লম্বুদার স্বমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। লম্বুদা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'ফ্রেণ্ডস্ উইস্ ইউ সাকসেস্।' তারপর টাইয়ের নট্টা বেশ একটু টাইট করে দ্রুত পা নাচাতে শুরু করলেন।

খেলা শুরু হ'তে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড চমক মাঠের মধ্যে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলল এবং অনবরত প্রতিপক্ষ দলের গোলে হানা দিতে লাগল, সেটা প্রতিপক্ষ দলের মোটেই মনঃপূত হ'ল না। তারা চমককে কায়দামত পাওয়া মাত্রই এমন কাঁচি মারল, সঙ্গে সঙ্গে সে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এবং বলির কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে লাগল।

লম্বুদা তার আসন থেকে বায়নাকুলারের সাহায্যে সবকিছুই প্রত্যক্ষ করছিলেন। চমক পড়ে যাওয়ামাত্রই তিনি 'ফাউল—ফাউল' চিৎকার করতে করতে সেখানে ছুটে এলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে চমকের আঘাতপ্রাপ্ত পা-খানায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে শুরু করলেন।

নিবিষ্টমনে বেশ কয়েক মিনিট পরীক্ষা করার পর, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, লাকি এনাফ্। ফ্যাক্চার হয় নি। সর্বত্রই টং টং আওয়াজ হচ্ছে। কোপেনহেগেনে এক প্রদর্শনী খেলায় আমিও একবার এরকম ল্যাঙ খেয়েছিলুম। যে ল্যাঙ মেরেছিল আমার

পায়ের ষ্ট্রেনথ্ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। বসে পড়ে আমি যখন পায়ের ডিমটা ডলছি, হঠাৎ সে পা ধরে বসে পড়ল মাটিতে।

যাঁরা আমাকে ফার্ষ্ট-এড্ দেবার জন্য দৌড়ে এসেছিলেন, আমি তাঁদের বললুম, আমাকে সাহায্য করার কোনো দরকার নেই। বরং আপনারা বন্ধুটিকে দেখুন। আমার অনুরোধ মতই তাঁরা বন্ধুটির কাছে গিয়ে দেখলেন, তার পায়ের গোড়ালির কাছে একটি ছিদ্র থেকে ট্যালকম্ পাউডারের মত বোন্‌ডাষ্ট বা হাড়ের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। আমি লাফিয়ে উঠে খেলতে নেমে গেলুম। আর আমার পুওর্ ফ্রেণ্ডকে ষ্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হ'ল।

লম্বুদা থেমে গিয়ে আড়চোখে তাঁর বীরত্বের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

চমক ইতিমধ্যে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চারদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল।

খেলা শুরু হ'তেই আবার চমক বিদ্যুৎগতিতে এগুতে লাগল প্রতিপক্ষ দলের সীমানার মধ্যে। চমককে আটকাবার জন্য ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। চমক চট্ করে ডান পায়ের বলটা বাঁ পায়ে টেনে মাটি ঘেঁষে এমন প্রচণ্ড একটি সট্ মারল যে, বলটা ওদের গোলরক্ষকের হাতের গ্লাভসের খানিকটা অংশ ফাটিয়ে ঢুকে গেল নেটের মধ্যে।

চমকের এই অভূতপূর্ব গোলটি দেখে সমস্ত দর্শক হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। বিজ্ঞ যে-সব খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে স্বীকার করলেন, গোষ্ঠ পালের সটে বার ভাঙার ঘটনার পরে এমন দুর্ধর্ষ সটের নজির আর নেই। অনেকেই তাই গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে চমকের সাথে করমর্দন করে এলেন।

পরে আরো দুটি গোল হয়ে মোট তিনশূন্য গোলে খেলা নিষ্পত্তি

হওয়াতে সমর্থকদের আনন্দের সীমা রইল না। তারা চমককে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দিল।

ক্লাবে ফিরে লম্বুদা পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, পাঁচ টাকার গরম রসগোল্লা নিয়ে এস। বিজয়োৎসব করা যাক।

লম্বুদার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যেই রসগোল্লার ভাঁড় নিয়ে ফিরে এল ক্লাবেতে। ভাঁড়ের গায়ে হাত বুলিয়ে লম্বুদা বললেন, যাক পেয়েছ তাহলে। বহুদিন গরম রসগোল্লা খাই নি। অবশ্য খাবার অবকাশই বা কোথায়!

রসগোল্লা ভাগের দায়িত্ব পড়ল হিল্লোলের ওপর। হিল্লোল রসগোল্লা গুনতে গুনতে বললে, চমকের প্রথম গোলটা দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। ফার্স্ট ডিভিসনের খেলায়ও এমন জোরালো সট্ দেখা যায় না। গোলরক্ষকের গ্লাবস্ ফাটানো কি মুখের কথা!

লম্বুদার ভাগ আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লম্বুদা একসাথে চারটে রসগোল্লা মুখে পুরে সাপে ব্যাঙ খাওয়ার মত রস টানছিলেন। হিল্লোলের কথা শুনেই তিনি ঠোঁট চেপে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করে হাসবার চেষ্টা করলেন।

হাসির শব্দে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তাঁর দিকে। বাস্তব বলল, লম্বুদা কিছু একটা বলবেন মনে হচ্ছে। আপনি তো বড় অকারণে হাসেন না? লম্বুদা চোখ বুজে 'কোঁৎ' করে চারটে একসঙ্গে গিলে ফেলে বললেন, চমকের এই সট্ দেখেই তোমরা ভিরমি খাচ্ছ, তবু যদি আমার ঐতিহাসিক গোলখানা দেখবার সৌভাগ্য তোমাদের হ'ত! চমকের বোধ হয় একটু গায়ে লাগল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বললে, আপনি ফুটবল খেলতে জানেন কখনো বলেন নি তো?

লম্বুদা ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে তুড়ি দিয়ে হাই তুলতে

তুলতে বললেন, যদিও এটা প্রচারের যুগ তাহলেও নিজের ড্রাম নিজে পেটাতে আমার লজ্জা করে। নেহাত প্রসঙ্গ না উঠলে বড় একটা মুখ খুলি না। আজো খুলতুম না, যদি না চমকের জোরালো সটের কথা বলতে বলতে হিল্লোলের নাল না ঝরত।

আমি দেখলুম এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। লম্বুদাকে বললুম, আপনার ঐতিহাসিক সট্ ছেপে বেরুতে এখনো দেরি আছে। মরি কি বাঁচি তার ঠিক নেই, আজ বরং আপনার মুখ থেকেই আমরা কাহিনীটা শুনি। খুবই সময়োচিত হবে।

'বটে' বলে লম্বুদা হাসলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একটা অনুরোধ, তোমরা যেন বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই কাহিনী ফাঁস করো না। ছেপে বেরুলে তাহলে কিছু খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলুম—বলব না, কথা দিলুম।

লম্বুদা তু'নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তখন আমার বয়েস কতই বা হবে, হার্ডলি যোল কি সতরো। ফুটবল খেলায় তখন আমার ভীষণ ঝোঁক। রেগুলার্ স্কুল টিমে খেলছি। এই সময় ফুটবলের যাত্নকর ম্যাথুজ ভারত-সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নত ধরনের ক্রীড়াপদ্ধতি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

ভারতীয় ফুটবল এ্যাসোশিয়েসন এক বিজ্ঞপ্তিতে যে সমস্ত খেলোয়াড়েরা ম্যাথুজ সাহেবের কাছে ফুটবল ট্রেনিং নিতে ইচ্ছুক, তাদের আবেদন করতে অনুরোধ জানাল।

বিজ্ঞপ্তিটা দেখে ভাবলুম একখানা আবেদন-পত্র ছেড়েই দেখা যাক না কেন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। তখুনিই ছুটলুম আই. এফ. এ.-র অফিসে আবেদন-পত্র সংগ্রহের জন্য। যিনি আবেদন-পত্র বিলি করছিলেন, আমি হাত বাড়ানো মাত্রই ষ্টিলের ফ্রেমের

চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে বললেন, কার জন্য নিতে এসেছ, বাবা না দাদা ?

শুনে আমার সর্বাঙ্গ রাগে রী রী করে উঠল। একবার মনে হ'ল একখানা ভল্ট কিক্ করে বুঝিয়ে দিই কার দরকার। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, মাথা গরম করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো মহৎ কাজ হয় নি। অগত্যা মেজাজখানাকে বরফে পরিণত করে বললুম, আমি বেঙ্গল স্কুল টিমের ভাবী অধিনায়ক শ্রীলম্বমান দও। আমি নিজের জন্যেই এসেছি।

ভদ্রলোক প্রজাপতি মার্কা গোঁফজোড়া মৃদু নাচিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী যেন নাম বললে লম্ব না ডম্ব ?

আমি বললুম, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।

ভদ্রলোক তেমনিই হাসতে হাসতে বললেন, একটা কেন একশ'টাও বলতে পার।

আমি বললুম, বাড়ি গিয়ে দিদিমাকে বলবেন কানে খোল জমেছে। অবিলম্বে পরিষ্কার করে দিতে। বেশি জমে গেলে কানে পচ্ ধরতে পারে।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে দু'দণ্ড তাকিয়ে থেকে, একখানা আবেদন-পত্র পাকিয়ে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ছেলে না পিলে !

আবেদন-পত্র যথাযথ পূরণ করে জমা দিতেই, পরের দিনই চিঠি এল তুমি নির্বাচিত। আগামী রবিবার বেলা তিনটায় ক্যালকাটা মাঠে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। চিঠির নির্দেশ মতই আমি রবিবার দিন মাঠে হাজির হলুম। সেখানে পৌঁছে দেখি ভারতের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়েরা সকলেই হাজির হয়েছে। আমি মাঠে ঢুকতেই ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় পিল্লুস্বামীনাথম ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বললে, তোমার কথাই ভাবছিলুম। আমাদের তো

অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে। এখন তো তোমাদের মত রাইজিং সান-দেরই ট্রেনিং নেওয়া উচিত। পিল্লুস্বামীনাথম আমাকে এভাবে খাতির করাতে, অন্যান্য খেলোয়াড়েরা হিংসাতে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল।

যথাসময়েই ট্রেনিং শুরু হ'ল। ম্যাথুজ সাহেব প্রথমেই পিল্লুকে ডাকলেন। পিল্লু এগিয়ে যেতেই ম্যাথুজ সাহেব তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, পেনাল্টি কিকে তোমাদের ভীষণ দুর্বলতা। সর্বাগ্রে তাই তোমাদের পেনাল্টি কিক্ করাই শেখাব।

পেনাল্টি-বক্সের সীমানায় বল বসিয়ে গোলরক্ষক কোন্ পজিসানে থাকলে কি ভাবে কিক্ করতে হবে, সে সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে, ম্যাথুজ সাহেব তাঁর নির্দেশ মতই একটি পেনাল্টি কিক্ মারতে বললেন।

পিল্লুস্বামীনাথম কিক্ করল বটে কিন্তু গোলরক্ষক সাগিরুদ্দিন বডি থ্রো দিয়ে বলটা আউট করে দিল।

ম্যাথুজ সাহেব ভ্রূকুঁচকে বললেন, বল মারার ডিরেকসন্ ঠিকই হয়েছে কিন্তু বড্ড দুর্বল কিক্। কিক্ জোরালো না করতে পারলে গোলের কোনো গ্যারান্টি থাকবে না। ম্যাথুজ সাহেব নিজে একটা কিক্ করে দেখালেন। তারপর পিল্লুর পিঠ চাপড়ে বললেন, নার্ভাস্ হবার কোনো কারণ নেই। প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা অনুশীলন কর তাহলেই এই দুর্বলতা কেটে যাবে।

পিল্লুস্বামীনাথমের পর একে একে অন্য খেলোয়াড়দেরও ডাক পড়তে লাগল। সকলকেই পেনাল্টি কিকের সুযোগ দিয়ে, ম্যাথুজ সাহেব একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন, কিক্ জোরালো কর। তা না হ'লে কোনোদিন ওয়ার্ল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে না।

একে একে সকলের ট্রেনিং নেওয়ার পালা শেষ হ'তে এবার আমার ডাক পড়ল। আমি বুকের বোতাম আঁটতে আঁটতে এগিয়ে

যেতেই, ম্যাথুজ সাহেব আমার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্রূকুঁচকে বললেন, পাঁচ নম্বর বল কোনোদিন খেলেছ ?

ম্যাথুজ সাহেবের প্রশ্ন শুনে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে উঠল। ঢোঁক গিলে বললুম, খেলি না খেলি একবার চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি !

ম্যাথুজ সাহেব মুখটা ছুঁচলো করে বললেন, বটে, কিন্তু তোমার তো জানা উচিত ছিল, এলেবেলেদের খেলা শেখাতে আমি সাত সমুদ্দুর পার হয়ে এখানে আসি নি।

কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ম্যাথুজ সাহেবের হঠাৎ কি মনে হ'ল, বললেন অলরাইট্, তোমার যখন এতই সখ দেখি একটা কিক্ কর। অন্যান্যদের বেলায় ম্যাথুজ সাহেব নিজে গিয়েই বল বসিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলের কোন্ স্থানে কিক্ করতে হবে, সে বিষয়েও কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমার বেলায় তো বল বসালেনই না, উপরন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে চিলের খেলা দেখতে লাগলেন।

কি আর করি, আমি নিজেই বলটা পেনাল্টি সীমানায় বসিয়ে নিলুম, তারপর গুনে গুনে সাড়ে সতরো হাত ছুটে এসে বলের তলপেটে সপেটা এমন একখানা কিক্ করলুম, বলের তো কোনো অস্তিত্ব দেখা গেলই না, উপরন্তু গোলরক্ষক সাগিরুদ্দিন হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার নুলো হাত দুটো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। লম্বুদা এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করলেন।

বাস্তব বললে, দোহাই লম্বুদা, গান থামান।

লম্বুদা মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা বাসের টিকিট বের করে, ছুঁচলো করে কানের গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, ম্যাথুজ সাহেব সাগিরুদ্দিনের গোঙানি শুনেই ছুটে গেলেন সেখানে। রক্তাপ্লুত কব্জিবিহীন তার হাত দু'খানা দেখে, আঙুরের মত টসটসে তার মুখখানা কুঁকড়ে কিচমিচ হয়ে গেল।

ম্যাথুজ সাহেবের চেঁচামেচিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে বিস্তর লোক জমায়েত হ'ল। আই. এফ. এ. ক্লাবের একজন কর্মকর্তা বিস্তৃত-ভাবে সব ঘটনা শুনে, বেরিয়ে পড়ল বল ও সাগিরুদ্দিনের বিচ্ছিন্ন হাতের অংশ হু'টি খুঁজতে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গোলপোষ্টের পেছনে

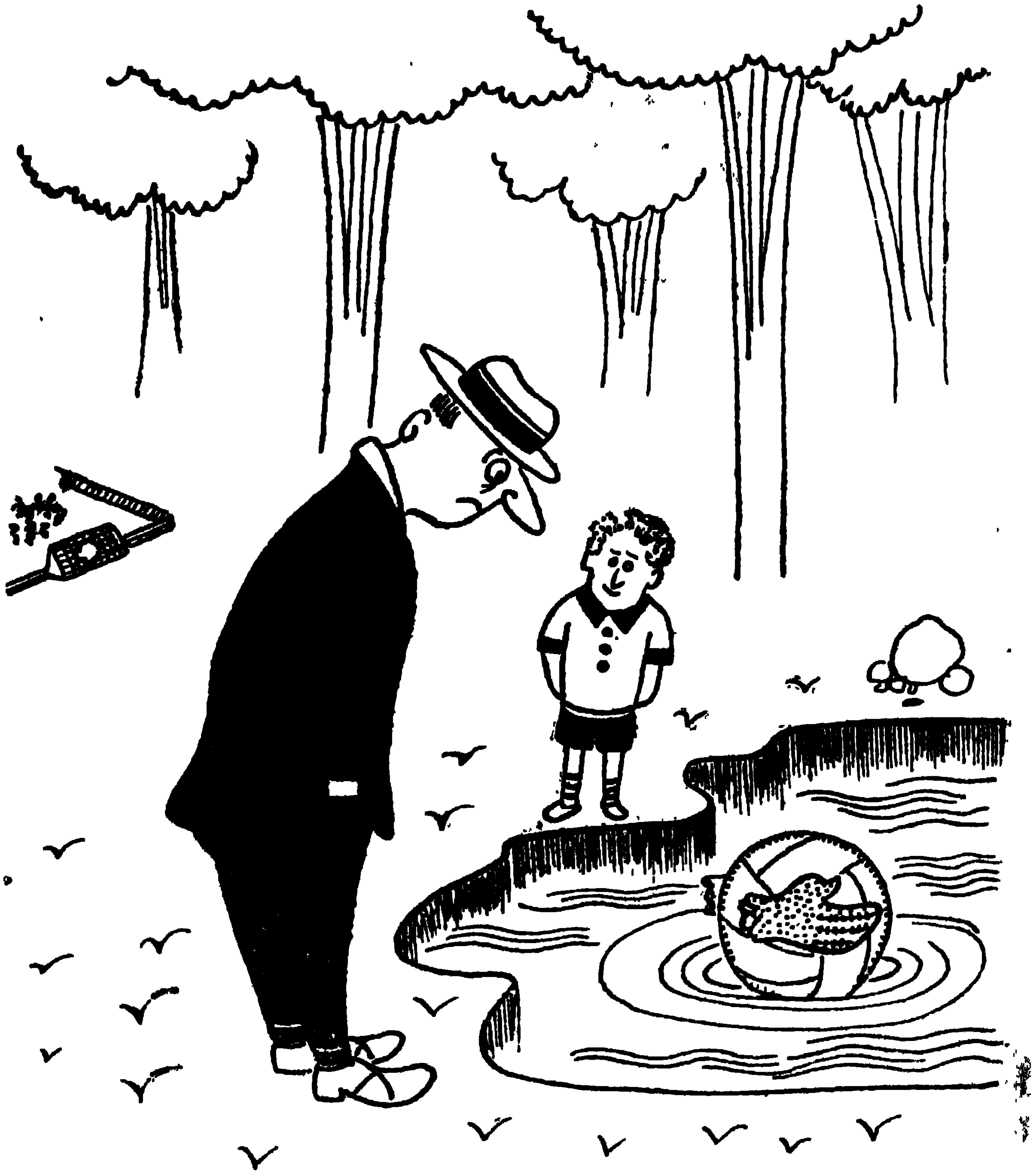

·· হাতের বিচ্ছিন্ন তালু দুটো বলের গায়ে সেঁটে রয়েছে।

প্রায় দুশো গজ দূরে একটা এঁদো পুকুরের জলে দেখা গেল, বলটা ভাসছে আর সাগিরুদ্দিনের হাতের বিচ্ছিন্ন তালু দুটো বলের গায়ে সেঁটে রয়েছে।

চমক সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, সেটা কী করে সম্ভব হ'ল লম্বুদা ?

লম্বুদা চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে বললেন, আমার কিকের জোর সম্পর্কে সাগিরুদ্দিনের কোনো ধারণাই ছিল না। সে বলটা ধরামাত্রই কব্জি থেকে তার তালু দুটো খুলে বলের সঙ্গে পুকুরে গিয়ে পড়ল। বেচারা সাগিরুদ্দিনের দুর্দশার কথা ভেবে এখনো আমার বুকটা টনটন করে ওঠে, বলে লম্বুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

আমি লোভ সামলাতে পারলুম না। প্রশ্ন করলুম ম্যাথুজ সাহেব দেখে কী বললেন ?

লম্বুদা হঠাৎ হো-হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, সে এক কেচ্ছা। ম্যাথুজ সাহেব আড়চোখে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর পেট কামড়ানির দোহাই দিয়ে সেই যে মাঠ থেকে সরে পড়লেন আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম, ভোরের প্লেনেই ম্যাথুজ সাহেব পিঠটান দিয়েছেন।

লম্বুদা চমকের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। উত্তরে আমরা হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলুম না।

॥ লাঠি ॥

স্বাধীনতা দিবসের ছুটি থাকার জন্য আড্ডাটা সকাল সকালই বসেছিল। অন্যান্য দিন দু'-একজন অনুপস্থিত থাকলেও আজ আর কেউ অনুপস্থিত হয় নি। সংক্ষেপে হাউস ফুলই বলা চলে।

সকলে এলেও আড্ডার শিরোমণি লম্বুদা তখনো এসে হাজির হন নি। যদিও আসার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। লম্বুদার বিলম্বের কারণ নিয়ে যখন মোটামুটি আমাদের মধ্যে ছোটখাট ধরনের একটা গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা হাতে একগাছা বেলফুলের মালা আর এক বাক্স খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর খাবারের বাক্সটা নামিয়ে রেখে, বেলফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললেন, খ্যাতনামা হওয়ার এত জ্বালা জানতুম না। সকাল থেকে নিরানব্বইটা ক্লাবে পতাকা উত্তোলন করেছি। হাত দুটোর আর কিছু নেই। দড়ি টেনে টেনে অসাড় হয়ে গিয়েছে। এখন প্যারালাইজড্ না হ'লেই বাঁচি।

লম্বুদার কথা শুনে আর কারুর বুঝতে বাকি রইল না। এই ফুল এবং খাবারের উৎস কি! তা সত্ত্বেও আমরা না বোঝার ভান করে বললুম, লম্বুদা, এই বাক্সের সাথে আপনার সভাপতিত্বের কি কোনো সম্বন্ধ আছে?

লম্বুদা গোল গোল চোখ করে বললেন, নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর আসবে কোত্থেকে? আমার তো আর ময়রা শ্বশুর নেই, রাত পোহাতেই তত্ত্ব পাঠাবে!

গোড়াতেই তো বলেছি সকালে নিরানব্বইটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছি। বিকেলের জন্য একটা রেখেছিলুম। ওরা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। আমিও রাজী হই নি। পেটটা তো আমার। ফাটলে কি ওরা জুড়ে দিয়ে যাবে!

অগত্যা ওরা এই খাবারের বাক্সটা আমার ট্যাক্সীতে তুলে দিয়ে বলল, লম্বমানবাবু আপনি যে আজ আমাদের মনে কত বড় দাগা দিয়ে গেলেন, তা আমরা জানি আর ভগবান জানেন।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, হতাশ হয়ো না। আগামী বছরে 'বছরের খাওয়া একসাথে বসে খেয়ে যাব। লম্বুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

বাক্সটা খুলে যে খাবার পাওয়া গেল, তাতে ছ'মাসের শিশুরও পেট ভরবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লম্বুদার অনুরোধক্রমে আমরা সেগুলোকে প্রসাদকণায় পরিণত করে চেখে চেখে খেতে লাগলুম। আমরা যখন সকলেই লম্বুদার দেওয়া প্রসাদকণা গ্রহণে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং ঘন ঘন ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাদের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

খাওয়ার পাট চুকতে বাস্তব প্রশ্ন করল, আচ্ছা লম্বুদা, বৈকালিক অনুষ্ঠানটি কাদের ছিল?

লম্বুদা চোখ বুজে বললেন, তোমরা জাতীয় ব্যায়াম সমিতির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে আজ ওদের লাঠি-খেলা প্রতিযোগিতা ছিল। পুলিনদা যতদিন জীবিত ছিলেন উনিই বিচারকের কাজ করতেন। উনি মারা যাওয়ার পর থেকে আমার ঘাড়েই ওই দায়িত্ব চেপেছে।

লম্বুদা থামতে বাস্তব আবার সরব হয়ে উঠল। বললে, লম্বুদা,

লাঠিয়াল হিসেবে পুলিনবাবুর যে অসাধারণ কীর্তি-কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত আছে, সেগুলো কি সব সত্যি ?

লম্বুদা কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, যে—ম—ন—

বাস্তব বলল, ধরুন যেমন শোনা যায়, উনি লাঠি ঘুরিয়ে হাজার লোকের জনতা আটকেছিলেন, বন্দুকের গুলি আটকেছিলেন ইত্যাদি।

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, চোখে দেখি নি বটে তবে সত্য এবং ইংরেজ-সরকার তার জন্য তার কবজির শিরাও কেটে দিয়েছিলেন

চমক এতক্ষণ নিরবে বাস্তব এবং লম্বুদার কথোপকথন শুনছিল লম্বুদা থামতেই চমক প্রশ্ন করল, আচ্ছা লম্বুদা, লাঠি ঘুরিয়ে গুলি আটকানো কি সম্ভব ? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

লম্বুদা-চমকের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে এক মিনিট তাকিয়ে থেকে গোঁফটা মৃদু নাচিয়ে বললেন, লাঠি দিয়ে বন্দুকের গুলি আটকানোই। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি লাঠি ঘুরিয়ে বোস্বার্ট সাহেবকে মারলুম কি করে ?

পুলিনবাবুর লাঠি ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকানোর খবর প্রায় সকলেরই জানা ছিল ; তাই এই প্রসঙ্গে কথা উঠতে কারুর মধ্যে বিশেষ কোনো কৌতূহলের সঞ্চার হয় নি। কিন্তু লম্বুদার শেষোক্ত মন্তব্যের সাথে সাথেই সকলেই নড়েচড়ে বসল এবং ঘরের মধ্যে এক মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি হ'ল।

কানন বললে, লম্বুদা আপনি লাঠিখেলাও জানেন তাহলে! সত্যিই ভগবানের অপার করুণা আপনার ওপর। যদি বলতে কোনো বাধা না থাকে, পুণ্য স্বাধীনতা-দিবসে আপনার সেই ঐতিহাসিক কাহিনীটা বলুন না আমাদের।

লম্বুদা চোখ ঘুরিয়ে সকলের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর নিভে যাওয়া সিগারেটটিতে পুনঃ অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন,

যদিও অস্বাভাবিক রকমের টায়ার্ড, তাহলেও আজ তোমাদের আমি বিমুখ করব না। বলছি, শোন—

লম্বুদা প্রায় পাঁচ মিনিট চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন, তারপর মুচকি হেসে বললেন, তখন দেশে স্বাধীনতার দাবীতে 'ইংরেজ হটাও' আন্দোলন পুরোদমেই চলেছে।

আমরা কলেজের ছাত্র। রক্ত গরম।

শহর ও গ্রামাঞ্চল বিদ্রোহী গুপ্ত সমিতিতে ভরে গিয়েছে। গুপ্ত সমিতির মধ্যে দিনরাত কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল্‌ মিটিং আর অস্ত্রশিক্ষার তালিম চলেছে। সভ্যদের প্রতি বিপ্লবীদের নির্দেশ—ডাক এলেই বুক পেতে দিতে হবে। কোনোরকম ওজর আপত্তি চলবে না।

আমি তখন শহরাঞ্চলের কোনো একটি গুপ্ত সমিতির সর্বময় কর্তা। আমার অধীনে পঞ্চাশজন তরুণ-তরুণী নিয়মিত লড়াইয়ের তালিম নিচ্ছে। কলেজের নাম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমি দিনরাত ওখানেই পড়ে থাকি।

আন্দোলন তখন চরমে। হঠাৎ একদিন কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি থেকে নির্দেশ এল, প্রেসিডেন্সী জেলের অফিসার-ইন্‌চার্জ জন্‌ বোম্বার্টকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দাও। রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বোম্বার্ট অমানুষিক অত্যাচার করছে।

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই আমি সভ্যদের জরুরী মিটিং কল্‌ করলুম। সভ্যরা উপস্থিত হ'তে আমি তাদের সেই নির্দেশ দেখিয়ে প্রশ্ন করলুম —তোমরা কে কে বোম্বার্টকে মারার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত?

প্রেসিডেন্সী জেলের ইন্‌চার্জ শুনে সকলেই আমতা আমতা করতে লাগল।

আমি বললুম, তোমরা ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে?

ওরা সকলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, মোটেই নয়। জীবনের জন্য আমরা পরোয়া করি না। আশঙ্কা কেবল বোম্বার্ট সাহেব যেভাবে খাঁচার মধ্যে থাকেন, তাঁর নাগাল পাব কি করে?

সভ্যদের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হ'লেও আমি সমর্থন করতে পারলুম না। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তো দই-চিড়ে-কলা নয় যে মাখলেই ফলার হয়ে যাবে। এর জন্য অনেক সাধ্যিসাধনা করতে হয়।

সকলকে পেছু হটতে দেখে বললুম, হুম্, তোমাদের দ্বারা এ কাজ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি নিজেই এর দায়িত্ব নিলুম।

মিটিং ভেঙে যেতে ভাবতে লাগলুম কি উপায়ে বোম্বার্টকে সরানো যায়। ভদ্রলোকের যদি রাস্তায় বেরুনো অভ্যেস থাকত, তাহলে তো কথাই ছিল না। একবার ঘোড়া টিপেই মাথার খুলিটা চন্দ্রে পাঠিয়ে দিতুম, কিন্তু তার তো উপায় নেই। কালেভদ্রে যাও বা বেরোন, সামনে পিছনে এত পুলিশ থাকে যে ছুঁচ গলবার পর্যন্ত উপায় থাকে না, বন্দুকের গুলি তো দূরের কথা।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হ'ল, জেলে না ঢুকলে বোম্বার্টকে মারা সম্ভব হবে না। অতএব যে করেই হোক জেলে যেতেই হবে।

একদিন সকালবেলা জেলের সামনে রাস্তায় পায়চারি করছি, হঠাৎ দেখি বিপরীত দিক থেকে একটা লালমুখো সাহেব হনহন করে হেঁটে এগিয়ে আসছে। এই সুযোগে সঙ্গে সঙ্গে আমি ডান পা-খানা শূন্যে দু'বার আন্দোলিত করে পায়ের ষ্ট্রেনথ্‌টা বাড়িয়ে নিলুম। তারপর সাহেব আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ামাত্রই চট্ করে ঘুরে গিয়ে সাহেবের পশ্চাদ্দেশে সজোরে মারলুম একখানা বিরেশি পাউণ্ডের লাথি। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবটা পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে 'গড্‌ সেভ্‌ মি' বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

জেলের লালমুখো গার্ড দুটো দেশওয়ালির এ দুর্দশা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল সেখানে। একজন এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। আর একজন সেই সাহেবের হাত ধরে টেনে তোলবার

চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব কিন্তু উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। যতবারই দাঁড়াতে গেলেন, ততবারই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন পথেতে।

…সজোরে মারলুম একখানা বিরেশি পাউণ্ডের লাথি।

গার্ড দুটো তখন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সী জেলের ভেতরে।

রাজনৈতিক অপরাধীদের দ্রুত বিচারের জন্য তখন জেলের মধ্যেই আদালত থাকত। আমাকে ওরা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হাজির

করল বিচারকের সুমুখে। বিচারক সব ঘটনা শুনে, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, তোমার সাহস দেখে বলিহারি যাই। সামান্য প্রজা হয়ে তুমি রাজার পশ্চাতে লাথি মার! তোমাকে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।

বিচারকের রায় শুনে আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, 'মে গড্ ব্লেস্ ইউ।'

পরের দিন কাক না ডাকতে ডাকতেই একজন দারোগা আমাকে টেনে নিয়ে গেল জেলের সংলগ্ন বাগানে। একটা একমণি দুরমুশ দিয়ে বললে, উঁচুনিচু জায়গাগুলো পিটে সমান কর। লম্বুদা হঠাৎ নিরব হয়ে ধূমপানে মন দিলেন।

চমক বললে, লম্বুদা বন্দীদের দিয়ে মাটি কোপাবার গল্প তো অনেক শুনেছি। কিন্তু মাটি পেটাবার গল্প তো কখনো শুনি নি।

লম্বুদা ধূমপান বন্ধ করে মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ তোমরা ঠিকই শুনেছ। ওরা একদলকে দিয়ে খোঁড়ায় আর একদলকে দিয়ে পেটায়।

লম্বুদা এমন গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বললেন, যেন উনিই এ প্রথার প্রচলন করেছিলেন।

লম্বুদা নিরব হ'তে হিল্লোল বললে, লম্বুদা তারপর—

লম্বুদা চোখ বুজে পর পর ক'টি জোরালো টান দিয়ে বললেন, মাঠ দুরমুশ করার ফাঁকে ফাঁকে বোম্বার্ট সাহেবের কোয়ার্টারের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলুম।

বোম্বার্ট সাহেব যে একজন দুঁদে লোক এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি যখন মাঠ দুরমুশ করতুম, বোম্বার্ট সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন যা দেখে রাগে আমার দেহের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠত

এক এক সময় মনে হ'ত দুরমুশের লোহাটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ওঁর মুখে মেরে ঝোতা মুখ ভোঁতা করে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ত, তাতে বড়জোর সাহেবের অঙ্গহানিই হবে তার বেশি কিছু হবে না। আর আমি তো সে সঙ্কল্প নিয়ে আসি নি। আমার সঙ্কল্প আরো বড়।

মনের মত সুযোগ খুঁজি কিন্তু সুযোগ আর আসে না। এদিকে গরম পেরিয়ে বর্ষা, বর্ষা পেরিয়ে শীত এসে গেল।

ডিসেম্বর মাস আসতেই বোম্বার্ট সাহেবের কোয়ার্টার সাজানো গোছানো শুরু হ'ল। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষেই যে এই প্রস্তুতি, সেটা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। আমি ভাবলুম এই চান্স। বড়দিন উপলক্ষে কোন্ না সাহেব একটু অসতর্ক থাকে। এই সুযোগ যে করেই হোক কাজে লাগাতেই হবে।

বড়দিনের দিন সন্ধ্যেবেলা সাহেবের কোয়ার্টার সরগরম। নাচ-গান আর হৈ-হল্লা চলতে লাগল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। আমি কয়েদখানার মধ্যে বসে বসে সব শুনতে লাগলুম। দেখতে দেখতে রাত কেটে গেল। ভোরে কাক ডাকবার সাথে সাথেই একটা সিপাহী এসে আমাকে গারদ থেকে বের করে দুরমুশটা হাতে দিয়ে বললে, মাটি পিটগে যা।

দুরমুশ নিয়ে মাঠে এসে মাটি পিটলেও, আমার নজর ছিল বোম্বার্ট সাহেবের কোয়ার্টারের ওপর। অতিথিরা সকলেই চলে গিয়েছে। কোয়ার্টার নিঝুম নিস্তব্ধ। কেবল বোম্বার্ট সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে।

এত ভোরে বোম্বার্ট সাহেব কি করছেন দেখবার জন্য কৌতূহল হ'ল। বোম্বার্ট সাহেবের ঘরের প্রায় সুমুখেই যে ল্যাংড়া আম গাছটা ছিল, তরতর করে উঠে গেলুম তার ওপরে।

গাছের মগডালে উঠে দেখলুম, বোম্বার্ট সাহেব টেবিলে মাথা

রেখে ঘুমোচ্ছে আর তাঁর চারপাশে গণ্ডাকয়েক স্কচ্ হুইস্কির বোতল আর কাঁচের গ্লাস বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

লম্বুদা তিনবার খকখক করে কেশে উঠে বললেন, একবার ভাবলুম খানকয়েক আধলা ইঁট তুলে এনে ছুঁড়ে মারি। আর কিছু হোক না হোক গায়ের ঝালটা তো মিটবে। পরেই মনে হ'ল—না, এভাবে এ সুযোগ নষ্ট করা চলবে না।

কি করা যায় ভাবছি, হঠাৎ মনে হ'ল 'দি আইডিয়া।' ভেতরের কপাট যখন বন্ধ রয়েছে, অনায়াসেই বুদ্ধি খরচ করে ওঁকে মারা যেতে পারে। তরতর করে গাছ বেয়ে নেমে এলুম নিচেতে। দুরমুশ থেকে লাঠিটা খুলে নিয়ে আবার উঠে গেলুম সেই গাছেরই মগডালে। গাছের একটা ডালের ফাঁকে দু'পা ঝুলিয়ে সেঁটে বসলুম, তারপর জানলা বরাবর শূন্যস্থানে এমন প্রচণ্ড বেগে লাঠি ঘোরাতে লাগলুম যে কেল্লা ফতে। বোম্বার্ট সাহেবের মাথা আর টেবিল থেকে উঠল না। উনি ওখানেই চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

লম্বুদা সগর্বে তার কাহিনী বলা শেষ করতেই আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাউই করতে লাগলুম। আমি আর বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারলুম না। বললুম, লম্বুদা আপনি শূন্যে ঘোরালেন লাঠি আর বোম্বার্ট সাহেব ঘরে বসে মরে গেল, এটা কি চন্দ্র আবিষ্কারের মতই আর একটি কোনো আবিষ্কার নাকি?

লম্বুদা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পিওরলি সায়েন্সের ব্যাপার। এ্যাট্ দি সেম্ টাইম্ কৃতিত্বও বটে। অবশ্য মাথার দানই বেশি।

লম্বুদার মন্তব্য শুনে আসল রহস্যটা কিছুই পরিষ্কার হ'ল না। চমক বললে, লম্বুদা প্লীজ্ একটু খুলে বলুন। জানেনই তো আমাদের মাথা আপনার মত অত পরিষ্কার নয়।

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, আমি এমন জোরে লাঠি ঘোরাতে

লাগলুম যে, বোম্বার্ট সাহেবের ঘরের সুমুখে খানিকটা স্থান নিমেষের মধ্যে বায়ুশূন্য হয়ে গেল। তোমরা তো জানই, কোন স্থানে বায়ুশূন্য হ'লে অন্যস্থান থেকে বায়ু এসে সেই স্থান পূরণ করে। এক্ষেত্রে হ'ল কি, বোম্বার্ট সাহেবের ঘরের সুমুখে এই বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হওয়ামাত্রই সাহেবের ঘরের সব বায়ু ছুটে এল সেই শূন্যতা পূরণ করতে।

ওদিকে সাহেবের ঘরের কপাট রুদ্ধ থাকার ফলে অন্যদিক থেকে কোনো বায়ু ঢুকতে পারছিল না তাঁর ঘরের ভেতর।

ঘর বায়ুশূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে, অক্সিজেনের অভাব ঘটল। আর অক্সিজেনের অভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। বোম্বার্ট সাহেব ক'বার মাথা চেলেই লুটিয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর চিরনিদ্রায়।

আমি গাছ থেকে নেমে আবার ভাল মানুষের মত ছুরমুশ করতে লাগলুম। লম্বুদা এক মিনিট থামলেন। সিগারেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, বে-চা-রি পু-লি-শ! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝুঁদে গোয়েন্দা এনেও যখন মৃত্যুর কারণ ধরতে পারল না তখন আপসোসে চুল ছিঁড়তে লাগল। আমি মাঠ ছুরমুশ করতে করতে তা দেখতে লাগলুম আর নিজের মনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলুম।

লম্বুদা বেলফুলের মালাটা নাকে চেপে ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললেন, বেলফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি না?

আমরা একবাক্যে বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার গল্পের সৌরভের মত নয়।

'বটে' বলে লম্বুদা মুচকি হাসতে লাগলেন।

॥ চাপ্‌পা ॥

লম্বুদা ঘরে ঢুকে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে পটপট করে ক'টা তুড়ি দিলেন। স্পোর্টস্ এ্যাণ্ড পাষ্টটাইমখানা আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে টান টান হয়ে বসে বললেন, বড্ড টায়ার্ড ফিল্ করছি। দশ মিনিট রেষ্ট নেওয়া যাক কী বল! আমি ঘাড় নাড়তেই লম্বুদা নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নাকে করাতকল চালানো শুরু করলেন।

বই-এর ছবিগুলোয় চোখ বুলিয়ে একটা লেখা সবে পড়তে শুরু করেছি, হঠাৎ বাস্তব, হিল্লোল ও কানন হৈহৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল। আড়চোখে লম্বুদাকে দেখে আমাকে ইশারায় প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

লম্বুদা কোত্থেকে ঘুরে ঘুরে এলেন কিছুই বলেন নি আমাকে। ওদের কৌতূহল মেটাবার জন্য বললুম, মাথায় বোধ আপাতত: কিছু নেই। তাই বিশ্রাম করে ভরে নিচ্ছেন।

আমার জবাব শুনে ওরা তিনজনেই হি-হি-হি করে হেসে উঠল।

ওদের হাসির শব্দে লম্বুদার মিঠে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে বললেন, 'মাই ডিয়ার্ ফ্রেণ্ডস্, হোয়াট্ মেকস্ ইউ লাফ্?'

লম্বুদা যে আকস্মিক প্রশ্ন করবেন কেউই আশা করতে পারে নি। তাই তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল। লম্বুদা সোজা হয়ে চেয়ারে বসলেন এবং টাইয়ের নটটা

নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বললেন, অকারণে হাসিটা একরকমের ডিজিজ। বাংলাতে যাকে ব্যাধি বলে। আমি যখন নিউজীল্যাণ্ডে ছিলুম, আমার বাড়িউলীর মেজো ছেলে বিস্কারও ঠিক এইরকম অকারণে হাসির রোগ ছিল। ছেলেটা যখন তখন যাকে তাকে দেখে এইভাবেই হেসে উঠত। এমন কি আত্মীয়স্বজন কেউ মারা গেলেও সে কাঁদতে পারত না। তার হাসি পেত। কি রকম অস্বস্তিকর অবস্থা একবার ভেবে দেখ তো।

বাড়িউলী একদিন আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বললে, মিঃ ভট্, আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী লোক যখন সবই বুঝতে পারছেন। আপনার দেশে নানারকমের গাছগাছড়ার ওষুধ পাওয়া যায়। বিস্কার জন্য একটা ওষুধ আনিয়ে দিন না। সব খরচ দেব। বুড়ীর কথা শুনে ভারি দুঃখ হ'ল। গাছগাছড়ার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিছুটির কথা মনে পড়ল। বুড়ীকে বললুম চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি ইণ্ডিয়ান্ বিছুটি আনিয়ে দিচ্ছি। তিন দিন ব্যবহার করলেই বাপ বাপ করে ও রোগ পালিয়ে যাবে।

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রশ্ন করল, সত্যি-ই-ই!

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, হ্যাঁ, বেয়াড়া যে কোনো রোগের পক্ষে বিছুটির মত ওষুধ নেই। ঘষে দিতে পারলেই হ'ল। বুড়ী ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, তোমরা ভারতীয়েরা সত্যিই ভাগ্যবান। আমি যেন পরের জন্মে ভারতীয় হয়ে জন্মাই। লম্বুদা পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদা নিরব হ'তে বাস্তব নড়েচড়ে বসল। পকেট থেকে একটা ছেঁড়া টিকিট বের করে চমকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আজ ভারত বনাম রাশিয়ার ভলিবল খেলা দেখে এলুম। আহা, রাশিয়ান টিমের কি খেলা! খেলা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হিল্লোল বাস্তবের উদ্দেশ্যে বললে, রাশিয়ার এক নম্বর ভলিবল খেলোয়াড় মিজোভস্কির খেলা কি রকম দেখলি? মাত্র একুশ বছর সাত মাস বয়েস, কিন্তু ভূঁই চাপ্‌পা যা মারে আমার মনে হয় রেঞ্জের মধ্যে রাইফেলের গুলিও এত জোরালো নয়। ওর সামনে কখনো আমাদের ভারতীয় খেলোয়াড়রা দাঁড়াতে পারে?

লম্বুদা হঠাৎ 'পারে' বলে নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শুনে আমরা সকলেই তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে।

লম্বুদা ধোঁয়া ছাড়া শেষ করে গোঁফের ডানায় দু'মুঠো হাসি ছিটিয়ে বললেন, মিজোভস্কির ওই চাপ্‌পা দেখেই যদি তোমাদের বুলেট ভ্রম হয়, তাকে আমি বলব বুলেট তো দূরের কথা, রাইফেলই তোমরা দেখেছ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লম্বুদা প্রায় এক নিশ্বাসেই কথাগুলো বলে ফেলে আবার নিরব হয়ে গেলেন।

লম্বুদার আকস্মিক এই নিরবতা আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। আমি বললুম, লম্বুদা, মিজোভস্কির প্রতিভাকে আপনি অস্বীকার করছেন বটে, কিন্তু ওর চেয়ে জোরালো চাপ্‌পা মারতে আর কাউকে দেখেছেন কখনো?

দে-খ-ব আর কি করে, নিজেই তো মেরেছিলুম বলে লম্বুদা টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

লম্বুদা আবার নিরব হ'তে সবাই সবাইকে ইশারায় লম্বুদার মুখ খোলাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত বাস্তব রাজী হ'ল। লম্বুদাকে বলল, দেখুন যদি কিছু না বলতেন সে একরকম ছিল; কিন্তু এখন আর নিরব থাকা চলে না। দয়া করে আরম্ভ করুন।

লম্বুদা নিরব থাকলেও কানটা যে তাঁর এদিকে সজাগ ছিল বোঝাই গেল। বাস্তব বলামাত্রই একগাল হেসে বললেন,

তোমাদের এই কৌতূহলটা আমার ভাল লাগে। আগেও বলেছি এখনো বলছি, এই কৌতূহলটাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর। জীবনে বড় হ'তে পারবে।

লম্বুদা নড়েচড়ে গুছিয়ে বসলেন। পর পর তিনটে জোরালো টান মেরে ধোঁয়াটা মুখের মধ্যে চেপে রেখে বললেন, লর্ড ডাফরিন্ তখন ভারতের গভর্ণর। খেলাধূলায় ভারি উৎসাহ ভদ্রলোকের। একদিন হঠাৎ ট্রাঙ্ককলে আমায় ডেকে বললেন, লম্বমান তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে। তুমি দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে এখুনি একবার দেখা কর।

অন্য কেউ হ'লে হয়তো পাত্তাই দিতুম না। কিন্তু গভর্ণরের অনুরোধ আর প্রত্যাখ্যান করি কি করে! সেদিনই প্লেনের একটা টিকিট কেটে যাত্রা করলুম দিল্লীর উদ্দেশ্যে।

দিল্লীতে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই, লর্ড আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন; [redacted] মত একজন বর্ণ স্পোর্টস্ম্যানের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্যে আমি সত্যিই গর্বিত। মাঝে মাঝে প্লেন পাঠিয়ে দেব। তুমি এস। আড্ডা মারা যাবে।

আমি বললুম, নিশ্চয়ই। এ আর বলার কি আছে। তবে একান্তই যদি কোনো কাজকর্মে আটকে গিয়ে না আসতে পারি, কিছু মনে করবেন না যেন। ডাফরিন্ বললেন, 'সার্টেনলি নট।' তুমি যে যথেষ্ট কাজের লোক তা আমি ভাল করেই জানি।

যা হোক, সৌজন্যমূলক সব কথাবার্তা শেষ হ'তে, ভলিবলের কথা উঠল। লর্ড বললেন, ভলিবল খেলায় উজবেকিস্তানের কৃতিত্বের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের অবিদিত নেই। পর পর তিনবছর তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান্শিপ অর্জন করেছে। গত সপ্তাহে উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মিঃ লিটল্ লুংলুর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। মিঃ লুংলু ভারতীয় টিমের সাথে পাঁচটি টেষ্টম্যাচ খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি ভাবলুম এবিষয়ে পাকাপাকি কথা দেওয়ার

আগে তোমার সাথে একবার পরামর্শ করা উচিত। তা তুমি কী বল?

লম্বুদা মুখের মধ্যে জমিয়ে রাখা ধোঁয়াটা টিপে টিপে ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "আমি টেবিল চাপড়ে বললুম, নিশ্চয়ই। ওরা যখন গায়ে পড়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে, রিফিউজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্তত: স্পোর্টস্‌ম্যান্‌দের সেটাই ধর্ম।"

লর্ড গোল গোল চোখ করে আমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার উত্তর আমার জানাই ছিল। এর জন্য তুমি আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ডাফরিনের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে মিঃ লুংলু খুশি হয়ে তাদের ভারত সফরের সময়কাল জানিয়ে দিলেন। ডাফরিন্‌ আবার সে খবর আমায় জানিয়ে বললেন, তোমার ওপরেই আমি ভারতীয় টিম সিলেক্‌শনের ভার দিলুম। তুমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কর।

লম্বুদা হঠাৎ মুখের সিগারেটটা পরীক্ষা করে বললেন, ইস্‌, কী কাণ্ড! সিগারেটটা কখন নিভে গিয়েছে টেরই পাই নি। তাই বলি মাথাটা এরকম ঝিম মেরে যাচ্ছে কেন! পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে লম্বুদা আবার সিগারেটটা ধরালেন। ঝাঁক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে, ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আঙুলটার আর কোনো সার নেই। আর থাকবেই বা কি করে, কম করেও প্রায় চার লক্ষ চাপ্‌পা মেরেছি এই হাতে। গুনতিতে যে এখনো দশটা আঙুল আছে হাতে, এটাই আমার বিগত জন্মের সুফল। লম্বুদা আঙুল ক'টা মটমট করে মটকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম, ভারতের সেরা সেরা খেলোয়াড়দের নিয়েই টিম তৈরি হ'ল। আমার কর্মনিপুণতায় লর্ড ডাফরিন্‌ খুশিই হলেন।

দিল্লীতেই প্রথম টেষ্টম্যাচ শুরু হ'ল।

উজবেকিস্তান ভলিবলদলের অধিনায়ক মিঃ কিলচুকির সাথে ভারতীয় দলের অধিনায়ক যশোবন্ত সিং-এর শুভেচ্ছা বিনিময় হ'ল। খেলা শুরু হ'তে না হ'তেই মাঠ সরগরম। দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। যশোবন্তও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল দলকে জেতাবার জন্য। কিন্তু হ'লে কি হবে, কিলচুকি বারো হাত লাফিয়ে লাফিয়ে এমন চাপ্‌পা মারতে লাগলেন, যা দেখে ভারতীয় খেলোয়াড়দের চক্ষু চড়কগাছ। তারা আত্মরক্ষার্থে এদিক সেদিক সরে পড়তে লাগল। ফলে উজবেকিস্তানের পয়েন্টস্ বাড়তে লাগল হুহু করে।

লম্বুদা এক মিনিট চুপ করে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এমন পুওর্ রেজাল্ট হবে আমিও স্বপ্নে ভাবতে পারি নি।

চমক সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, লম্বুদা, ভারতীয় দল কি তাহলে সত্যি সত্যিই হেরে গেল?

লম্বুদা চোখ বুজে বললেন, হারা বলে হারা! একেবারে গো-হারান হারল ভারত। এখনো আমার মনে পড়লে লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে। লম্বুদা নিরবে ধূমপান করতে লাগলেন।

বাস্তব উসখুস করছিল। বললে, লম্বুদা প্রথম টেষ্টে তো হারলেন, বাকিগুলোও কি······?

লম্বুদা খুকখুক করে কেশে বললেন, হ্যাঁ, সেকেণ্ড টেষ্টেও ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে, লর্ড আমায় ডেকে পাঠালেন দিল্লীতে। সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করলুম, লর্ড খুবই চিন্তিত। চায়ের টেবিলে বসে ঘন ঘন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, মিঃ ছাটু, ভারতীয় দল যে এত দুর্বল আমার জানা ছিল না। পর পর দুটো টেষ্টে যে রকম রেজাল্ট করল, বাকি তিনটেতেও যে হারবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন বাকি তিনটে খেলায় জিতবার জন্য আমাদের করণীয় কি?

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, লর্ড ডাফরিনের ভারতীয় টিমের প্রতি এই টান দেখে আশ্চর্য হলুম। খাস সাদা চামড়া হয়েও, কালা আদমির জন্য এই মাথাব্যথা কম কথা নয়। গভর্ণর হোন আর যাই হোন চাকুরি ছাড়া তো আর কিছু নয়। একবার সাগরপার থেকে ডাক এলেই হ'ল, তখুনি সব ফেলে স্বদেশে ছুটতে হবে।

আমি চায়ের কাপে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে বললুম, বলুন আমি কি করতে পারি?

লর্ড ডাফরিন্ বললেন, আমার একান্ত ইচ্ছা বাকি তিনটে খেলায় তুমি অংশ গ্রহণ কর।

লম্বুদা ভ্রূকুঁচকে বললেন, অন্য কেউ হ'লে হয়তো তার মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিতুম। কিন্তু গভর্ণরের অনুরোধ ফেলতে পারলুম না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সম্মতি জানিয়ে দিলুম।

তৃতীয় টেষ্টম্যাচ যথাসময়েই শুরু হ'ল। উজবেকিস্তানের খেলোয়াড়েরা ধরে নিয়েছিল বাকি তিনটে খেলা তাদের হাতের মুঠোয়। খেলা শুরু হবার সাথে সাথেই কিলচুকি আবার বারো হাত লাফিয়ে চাপ্‌পা মারতে শুরু করলেন। কিন্তু এবার আর তেমন সুবিধা হ'ল না। তার বিদ্যুৎগতির চাপ্‌পাগুলোকে আমি আলতো করে তুলে তুলে নেটের ওপারে পাঠিয়ে দিতে লাগলুম। যা দেখে কিলচুকির চক্ষু ট্যারা। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা একত্র হয়ে কি যেন বলাবলি করল। আমি যশোবন্তকে ডেকে বললুম, তোমাদের আর কিছু করার দরকার নেই। তোমরা খালি বলটা নেটের মাথায় তুলে দাও, তারপর আমার যা করার করছি।

কিলচুকির ওই প্রচণ্ড চাপ্‌পা বলে বলে আমাকে তুলতে দেখে যশোবন্ত ইতিমধ্যেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আমি বল তুলে দিয়ে সাহায্য করার কথা বলতে, যশোবন্ত ভীষণ রকম উৎসাহিত হয়ে উঠে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কায়দামাফিক

একটা বল নেটের মাথায় তুলে দিতেই, আমি চব্বিশ হাত একটা লাফ মেরে এমন একখানা চাপ্‌পা মারলুম, ব্যস্‌, বল ভ্যানিস্‌ মাঠ থেকে।

ব্যাপারটা কেউ বুঝতে না পেরে চোখ রগড়ে নিল। চোখ খুলেও যখন বল দেখতে পেল না, ঘাবড়ে গিয়ে তখন সবাই রেফারির স্মরণাপন্ন হ'ল।

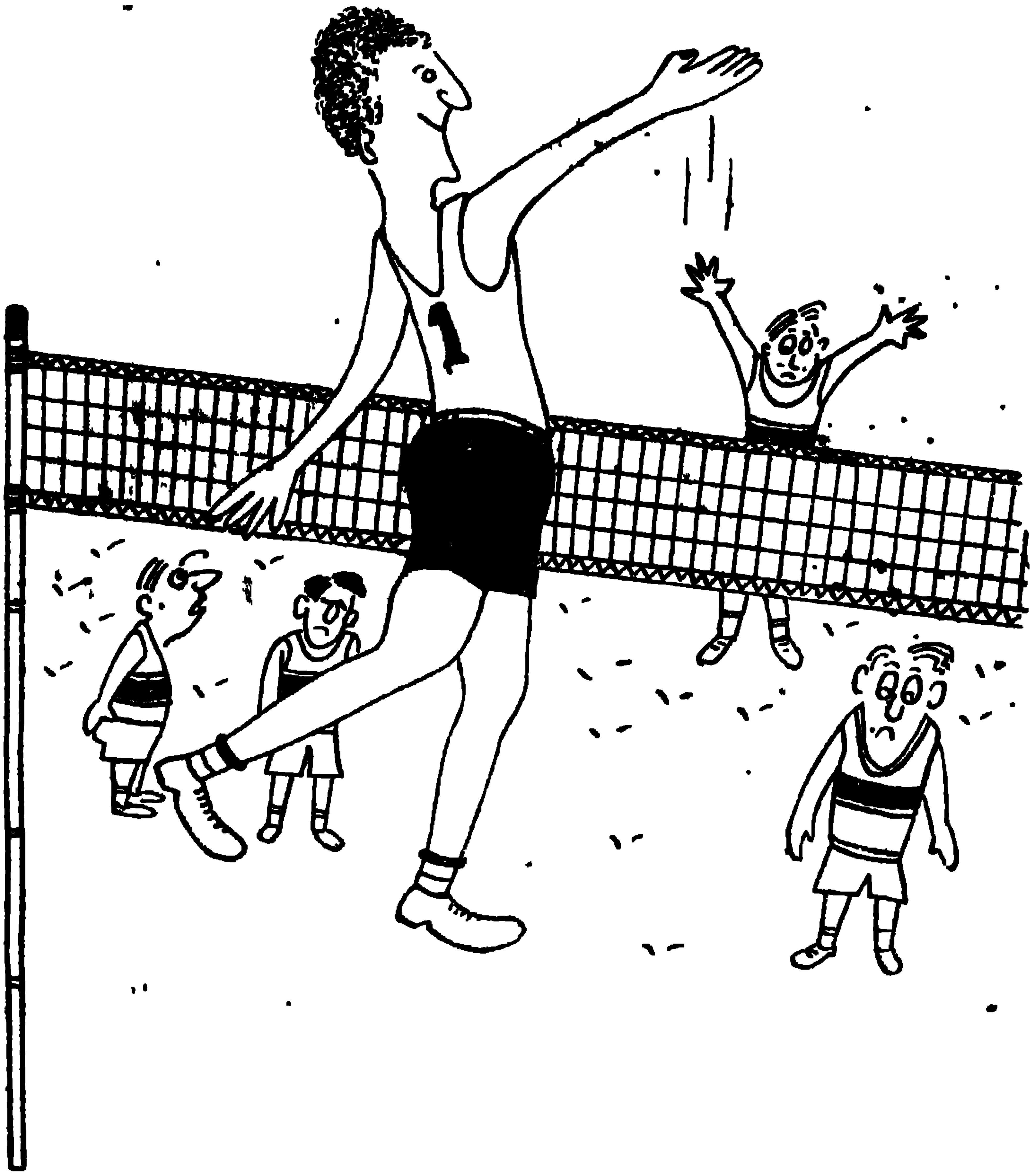

…এমন একখানা চাপ্‌পা মারলুম, ব্যস্‌, বল ভ্যানিস্‌ মাঠ থেকে।

রেফারি জন্‌ বিলিয়ার্ড টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে খেলা পরিচালনা করছিলেন। কিলচুকি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই, তিনি টুলের ওপর থেকে নেমে এসে খেলোয়াড়দের সাথে বল খুঁজতে আরম্ভ করলেন।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একজন লক্ষ্য করল মাঠের এক জায়গায়

ঘাসগুলো কি রকম যেন খাবলানো রয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঝুঁকে পড়েই হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'পেয়েছি!'

তার চিৎকারে আকৃষ্ট হ'য়ে সবাই সেখানে ছুটে এসে বললে, কী পেলে?

কী আবার, গর্ত বলে সে হাসতে লাগল।

লম্বুদা সিগারেটে একটা জোরদার টান দিলেন। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, অবশেষে মালি এসে শাবল দিয়ে সেই গর্ত খুঁড়ে বারো ফুট তলা থেকে সেই বল টেনে বের করে আনল।

জন্ বিলিয়ার্ড এতক্ষণ অবাক হয়ে গর্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ ছট্, আপনি এ ধরনের চাপ্‌পা মারলে মাঠ তো গর্তে গর্তে ডোবা হয়ে যাবে, তাছাড়াও প্রতিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের সুস্থ দেহে ফিরে যাওয়াটাও তো একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। আপনার তো এত জোরে চাপ্‌পা মারা চলবে না।

আমি হেসে বললুম, স্যরি, মিঃ বিলিয়ার্ড। এটাই আমার সবচেয়ে কমজোরি চাপ্‌পা। এর চেয়ে আস্তে মারা অন্ততঃ আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।

মিঃ কিলচুকি এতক্ষণ জ্বলজ্বল করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ গুটি গুটি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, মিঃ ছট্, আমরা তিন বছর পর পর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান্ হয়েছি, কিন্তু চাপ্‌পা মেরে মাটিতে বারো হাত গর্ত করতে কোথাও কোনো খেলোয়াড়কে দেখি নি। আমরা আর আপনাদের সঙ্গে খেলতে রাজী নই। স্বেচ্ছায় অবশিষ্ট খেলা দু'টিতেও পরাজয় স্বীকার করে নিলুম।

উজবেকিস্তানের এই আত্মসমর্পণের সংবাদ রেডিও মারফত ছড়িয়ে পড়তে আমাকে মাথায় তুলে দর্শকদের সে কি নাচ! পুরো একটা দিন দর্শকেরা আমায় মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ালো সারা কলকাতা শহর।

লম্বুদা হাই তুলে তিনবার পটপট করে তুড়ি দিলেন। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সারা মুখে বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন, পরে খবর পেয়েছিলুম কিলচুকি নাকি খেলা ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে গিয়েছেন।

লম্বুদা নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চমক বলে উঠল, গু-রু-দে-ব।

॥ বোলিং ॥

হঠাৎ বাইরে গুনগুন করে গানের সুর ভেসে উঠতে বুঝতে অসুবিধা হ'ল না আগন্তুকটি কে। আমরা নড়েচড়ে বসবার সাথে সাথেই লম্বুদা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কোমরে হাত রেখে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, আজ হাউস ফুল মনে হচ্ছে! ভেবেছিলুম আজ একবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যাব। দু'দিন ফোন করেছেন দেখা করার জন্য। ভাগ্যিস আজ যাই নি। এমন মধুর আড্ডাটাই মাটি হয়ে যেত। লম্বুদা আড়চোখে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, ইডেন গার্ডেনে আজ এত ভিড় কিসের? বাসে আসতে আসতে চোখে পড়ল।

চমক বললে, ইডেনে আজ থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হচ্ছে। কেন, আপনি নিমন্ত্রণ পান নি?

চমকের প্রশ্ন শুনে লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। চমকের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, হুম্, এতক্ষণে মনে পড়েছে। লম্বুদা কথা বলা থামিয়ে আবার ধূমপানে মন দিলেন। পর পর কয়েকটি জোরালো টান দিয়ে বললেন, মিঃ ভড় নির্ঘাত অফেনডেড্ হবেন।

লম্বুদার মুখ থেকে প্রসঙ্গহীন মন্তব্যটা শুনে সকলেরই অস্বস্তি হ'তে লাগল। লম্বুদার মন্তব্যের পেছনে যে কাহিনী থাকে এ কথা

আমাদের কারুরই অজানা নয়। হিল্লোল আর কৌতূহল সামলাতে পারল না। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বলল, দোহাই লম্বুদা, আগুনে আর ঘি ছিটোবেন না। বলার মত যদি কিছু থাকে বলেই ফেলুন।

লম্বুদা চায়ের ভাঁড়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, আর বল কেন?

সেদিন সকালবেলা ড্রয়িংরুমে বসে সবে ব্রেকফাষ্ট শুরু করেছি, হঠাৎ ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলতেই অপারেটর্ বললে, মেক্সিকো থেকে ট্রাঙ্ককল আছে। অত্যন্ত জরুরী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেক্সিকো অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান্ মিঃ রিচি গ্যাভার্ডের গলা পেলুম। মিঃ গ্যাভার্ড বললেন, আপনার সঙ্গে খেলাধূলোর আইন সম্পর্কে কিছু পরামর্শ করতে চাই। আশা করি আন্তর্জাতিক স্বার্থে আপনি আপনার অমূল্য সময় কিছু নষ্ট করতে আপত্তি করবেন না।

আমি হেসে বললুম, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন আমি একজন বর্ণ স্পোর্টস্ম্যান্। যা হোক, যথারীতি কুশল সংবাদ বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু হ'ল। আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে, হঠাৎ আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট কমিটির সম্পাদক মিঃ কে. কে. ভড় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং কথা বলার জন্য উসখুস করতে লাগলেন।

আমি ইঙ্গিতে বললুম, ব্যস্ত। আপনি পরে আসবেন কথা বলব।

মিঃ ভড় নাছোড়বান্দা। হাতের আঙুল দেখিয়ে বললেন, এক মিনিট প্লীজ্।

ট্রাঙ্ককল ছেড়ে আমি মিঃ ভড়ের সঙ্গে কি করে কথা কই! আমি রাজী না হ'তে মিঃ ভড় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস-ফিস করে বললেন, ফোর্থ জানুয়ারী ইডেনে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। চীফ গেষ্ট হিসেবে আপনাকে আমরা মাঠে পেতে চাই।

আমি কথা বলতে বলতে ঘাড় নেড়েছিলাম মাত্র। তারপর আর খেয়াল ছিল না। আজ তোমাদের কথা শুনে মনে পড়ে গেল।

লম্বুদা পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন এবং পা নাচাতে নাচাতে বললেন, ওসব চুনোপুঁটির খেলায় এ্যাটেণ্ড করার মত মেজাজ আর এখন নেই। লম্বুদা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে টিপে টিপে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার বিশ্বখ্যাতির কথা আমরা পূর্বেই শুনেছি। কাজেই আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় লম্বুদার আমন্ত্রণের সংবাদে আমরা কেউই বিস্মিত হলুম না। আমি বাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললুম, বাংলা যে রকম শুরু করেছে, মনে হয় বোম্বেকে হারাতে পারবে। কি বলিস?

বাস্তব আমার প্রশ্নোত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লম্বুদার গোঁফের ফাঁকে হাসির ঝিলিক উঠতে হঠাৎ প্রশ্ন করা থেকে সে নিবৃত্ত হ'ল। ফলে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল লম্বুদার মুখের ওপর।

লম্বুদার হাসির কারণ জানবার জন্য যখন সকলেই আমরা উদ্‌গ্রীব, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আশাবাদী হওয়া ভাল। তবে মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্য তাই বলে ভেব না আমি তাদের ডিস্‌কারেজ করছি। আসলে কি জান, খালি খেললেই হয় না, কিছুটা কৌশলও জানা চাই। আর এই কৌশল রপ্ত করতে পেরেছিলুম বলেই বাঘা বাঘা ইউরোপীয়ান টিমগুলোকে নাকানিচোবানি খাইয়েছিলুম। লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

হীরু আড্ডায় কদাচিৎ আসে। তাই লম্বুদার বুলির সঙ্গে তার পরিচিতি খুবই কম।

এতক্ষণ সে তন্ময় হয়ে লম্বুদার বুলি হজম করছিল। লম্বুদা

থামতেই হীরু বলে উঠল, লম্বুদা খেলায় অপরিহার্য, আপনার এই কৌশলটি কি জানতে পারি?

হীরুর মুখে প্রশ্ন শুনে লম্বুদা কয়েক মিনিট হীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গোঁফের আড়ালে একমুঠো হাসি ছিটিয়ে বললেন, তুমিও তাহলে বন্ধুদের মতই কৌতূহলী, ভাল।

এই ধর না আমিই—আমি কি বিশ্ববিখ্যাত হ'তে পারতুম, যদি আমার এত কৌতূহল না থাকত। লম্বুদা সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে পর পর ক'টা টান দিলেন, তারপর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হীরু তুমি যেন কী জানতে চেয়েছিলে?

হীরু প্রস্তুতই ছিল। লম্বুদা প্রশ্ন করামাত্রই বলল, ক্রিকেট খেলায় আপনার বিশেষ কৌশলটা জানতে চেয়েছিলুম।

লম্বুদা ঘাড় নেড়ে বললেন, বলছি। আমার কোনো আপত্তি নেই। লম্বুদা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, তা অনেকদিন আগেকার কথা। তখন তোমরা কেউই জন্মাও নি।

ক্রিকেট খেলায় তখনও লালমুখো সাহেবদের একচেটিয়া গৌরব।

ভারতীয় খেলোয়াড়েরা তখনো কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় নি। লালমুখোরা দয়া করে তাদের টিমে চান্স দেয়। লংফিল্ডে দাঁড় করিয়ে রাখে বাউণ্ডারী থেকে বল কুড়িয়ে আনার জন্য।

এর জন্য ভারতীয়দের মনে মনে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় ছিল না। যতই হোক প্রভুর জাত তো। রেগে গেলে পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে দিতে পারে এই দুরাশঙ্কায়। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও মনোভাব পরিবর্তন হ'ল। তারা ঠিক করল, আমরা আর ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব না। সাহেব-বর্জিত স্বতন্ত্র ভারতীয় দল তৈরী করব।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গেলেন এবং চমকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এক কাপ গরম চা খাওয়াবে নাকি? লম্বুদার প্রস্তাব

শুনে চমক অন্যান্য সকলের মুখে তাকাল। সকলের চা খাবার ইচ্ছে না থাকলেও লম্বুদার অনুরোধে সবাই রাজী হ'ল।

চমক পায়ে চটি গলিয়ে দৌড়াল চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে।

চায়ের কাপটা মুখে ধরে লম্বুদা স-র্‌-র্‌-র্ করে সশব্দে একটা চুমুক দিলেন।

পর পর ক'টা চুমুক দেওয়ার পর বললেন, ভারতীয় দল তৈরী হ'তে ঠিক হ'ল সাহেবদের সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যমূলক ম্যাচ খেলতে হবে। সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব পাস হ'তেই সাহেবদের আমন্ত্রণ জানান হ'ল খেলার জন্য।

ভারতীয়দের কাছ থেকে খেলার চিঠি পেয়ে তো ওরা হেসে খুন। বললে, বামনের চাঁদ ধরার সখ। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তারা রাজী হ'ল।

আমাকে সবাই ধরল টিমের নেতৃত্বের জন্য। আমি রাজী হলুম না। বললুম, দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে নাম রাখ। প্রয়োজনে নামব।

টসে সাহেবরাই জিতল। টসে জিতেই তারা এমন ভাবসাব দেখাতে লাগল যেন খেলার ডিসিসান্ হয়ে গিয়েছে। আর নামবারই প্রয়োজন নেই। ওদের দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণে ভারতীয় টিমের আরো জিদ গেল বেড়ে। সবাই একসাথে প্রতিজ্ঞা করল, এ খেলায় আমাদের জিততেই হবে।

নির্দিষ্ট দিনেই খেলা শুরু হ'ল।

প্রথম বলেই ওদের ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান্ ছক্কা মেরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতে লাগল। ওদিকে গ্যালারি, ওদের সমর্থকদের আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রায় ভেঙে পড়ার যোগাড়।

ভারতীয় টিমের বোলাররা ঘাবড়ে গিয়ে এলোমেলো বল করতে লাগল। ফলে ওদের রাণ উঠতে লাগল চড়চড় করে।

সারাদিন ব্যাট করে বিনা উইকেটে ছ'শো ছয় রাণ করে ওরা টেণ্টে ফিরে গেল।

ওদের অধিনায়ক আমাদের অধিনায়ককে ঠাট্টা করে বললে, এখনো খেলার সখ আছে না মিটে গিয়েছে ?

আমাদের অধিনায়ক মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, লম্বুদা, আর কি হবে খেলে ! খেলার ডিসিসান্ তো হয়েই গিয়েছে।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। আমি তো আছি। দরকার হ'লে আমি নামব।

আমার কাছ থেকে ভরসা পেয়ে অধিনায়কের আনন্দ আর ধরে না। আমার হাত ধরে বললে, লম্বুদা আপনি নামুন। প্রথম খেলাতেই যদি গোহারান হারি ভবিষ্যতে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

আমি ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না। বললুম ঠিক আছে, কাল আমি খেলব।

পরের দিন আমি মাঠে নামবার সাথে সাথেই চারদিক থেকে ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল। দর্শকেরা কেউ কেউ লঙ্ লীভ্ লম্বুদা বলে চিৎকার করে উঠল। আমি টুপি খুলে তাদের প্রত্যুত্তর জানালুম।

খেলা শুরু হ'তেই আমি পর পর চারটে সাধারণ বল দিলুম। ওদের ব্যাটস্‌ম্যান্ চারটে বলই বাউণ্ডারী সীমানা পার করে দিল।

একটা চ্যাংড়া সাহেব আনন্দ চাপতে না পেরে রেলিং টপকে মাঠে নেমে টুইষ্ট নাচতে শুরু করল। আমি মনে মনে হাসলুম। টুইষ্ট নাচাচ্ছি। খালি ঘুঘুই দেখেছ, ফাঁদ তো দেখ নি এখনো।

প্রথম ওভারের ছ'টা বলই ছেড়ে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

অধিনায়কের ছ'টা বল দেওয়া শেষ হ'তেই আবার আমার ওভার এল।

বল সমেত হাতটা পিঠের আড়ালে নিয়ে গিয়ে আঙুলের ফাঁকে বলটা কায়দা করে ধরলুম, তারপর তিন-পা এগিয়ে গিয়ে বলটা

ঠিক উইকেটের মাথা বরাবর হঠাৎ বলটা নিচে নেমে এলো।

এমনভাবে ডেলিভারী দিলুম, বলটা বেশ কিছুটা শূন্যে উঠে গিয়ে, ঠিক উইকেটের মাথা বরাবর হঠাৎ নিচে নেমে এসে মিড্‌ল উইকেট-খানা ছিটকে ফেলে দিল মাটিতে।

বেচারা ব্যাটস্‌ম্যান্‌ থ মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘটনাটা কি ঘটল

বোঝবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই যখন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না, আমার দিকে কটকট করে তাকাতে তাকাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল।

দ্বিতীয় ব্যাটস্ম্যানেরও ওই একই অবস্থা হ'ল। বলটা যখন আবাব ওপর থেকে মিড্‌ল উইকেট বরাবর নিচে নামতে লাগল, বেচারা অসহায়ের মত বাঁই বাঁই করে ব্যাট ঘোরাতে লাগল। কিন্তু কিছুই লাভ হ'ল না। কোন্ ফাঁকে বলটা সোজা নেমে এসে মিড্‌ল উইকেটখানা আবার ছিটকে ফেলে দিল।

পর পর ছ'টা বলে ছ'টা ব্যাটস্ম্যান্‌কে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিতে প্রচুর হাততালি পেলুম।

প্যাভিলিয়নে যে সমস্ত হোমরাচোমরা সাহেব বসেছিল, তারা বিড়বিড় করে আমাকে কী সব বলতে লাগল। আমাদের অধিনায়ক আনন্দে আমাকে জাপটে ধরে কানে কানে বললে, লম্বুদা আপনি মানুষ নন; গড্। স্বর্গই আপনার বসবাসের উপযুক্ত স্থান।

আমি পিঠ চাপড়ে বললুম, খেলা এখনো শেষ হয় নি। 'ট্রাই টু বি রিজার্ভড্।'

লম্বুদা সিগারেটেব আগুনটা ঝালিয়ে আবাব ছুটো টান দিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আবাব আমার বল কবাব পালা এল। মাঠ তখন চিৎকাবে ফেটে পড়েছে।

আমি আবাব কায়দামত বলটা ধরলুম আঙুলের ফাঁকে। ব্যাটস্ম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মিচকি হেসে, আলতো করে বলটা ছেড়ে দিলুম ব্যাটস্ম্যানের উদ্দেশ্যে। ব্যাটস্ম্যান্ বেচাবা শূন্যে তাকিয়ে পেছু হটতে হটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উইকেটের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আমপায়ার আঙুল তুলে 'হিট্ উইকেট্' ঘোষণা করলেন।

নবম উইকেটও শূন্য রাণে পড়ে যেতে, দশম আর ভয়ে খেলতেই এল না।

আমরা ব্যাট করতে নেমে শ'চারেক তুলে আবার ওদের ব্যাট করার সুযোগ দিলুম, কিন্তু ওরা দ্বিতীয় ইনিংস্ খেলতে আর রাজী হ'ল না।

মাথাধরা, বুকজ্বালা, পেটব্যথা ইত্যাদি নানা অজুহাতে তারা খেলা অসমাপ্ত রাখল।

প্রেস ফটোগ্রাফাররা আমাকে ঘিরে ধরে ছবি তুলল। রিপোর্টাররা বলল, আমরা জীবনে অনেক রকম বল করা দেখেছি মশাই, কিন্তু আপনার এই অভূতপূর্ব বল করার পদ্ধতি কোথাও দেখি নি। এর কি কোনো নাম আছে?

'উইকেট্ ব্রেক' বলে আমি হাসতেই রিপোর্টাররা খসখস করে নোটবুকে তা লিখে নিল।

পরের দিন স্বদেশীয় সব সংবাদপত্রে কার কত বড় ছবি উঠেছিল, আশা করি তা আর তোমাদের বলতে হবে না বলে লম্বুদা হীরুর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

আমরা 'বহুত আচ্ছা' বলে চিৎকার করে উঠলুম।